ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 December, 2020 ■ আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ৮ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উগ্রপন্থী কবল থেকে ফিরলেন তিন অপহৃত বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় হয়েছে সম্ভব

আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.)।। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সহায়তায় ত্রিপুরায় অপহৃতদের ফেরত আসা সম্ভব হয়েছে। তাতে, দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরো মজবুত হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ উগ্রপন্থী কবল থেকে মুক্তি পেয়ে ধলাই জেলায় গন্ডাছড়া থানাধীন ডি পি পাড়া বিএসএফ-র আউটপোস্টে পৌছেছেন অপহৃত তিন নির্মাণ শ্রমিক। ত্রিপুরা পুলিশ জানিয়েছে, অপহরণের ঘটনার পর থেকে ত্রিপুরা পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর লাগাতর তল্লাশি অভিযান প্রচন্ড চাপ তৈরি করেছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনী-র জোরদার তল্লাশি অভিযানে অপহৃতদের ফিরে আসতে সহায়ক হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ৭ ডিসেম্বর ধলাই জেলার গঙ্গানগর থানাধীন মালদা কুমার রোয়াজাপাড়া এবং হরিয়ামুনি পাড়ার মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত ছড়া থেকে জল আনার সময় এনপিসিসি সাইট সুপারভাইজার সুভাষ ভৌমিক, জেসিবি চালক সুবল দেবনাথ এবং শ্রমিক সর্দার গণপতি ত্রিপুরাকে সশস্ত্র এনএলএফটি জঙ্গিরা অপহরণ করেছিল। ওই এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ চলছে। তাঁরা জল সংগ্রহে গিয়ে অনেক সময় পার হয়ে গেলেও ফিরে না আসায় অন্যান্য শ্রমিকরা বিষয়টি বিএসএফ আধিকারিকদের নজরে নেন। এর পরই তাঁদের খোঁজ শুরু হয়।

স্থানীয় সূত্রের খবর, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সুসজ্জিত নিষিদ্ধ ঘোষিত এনএলএফটি-র সাত জঙ্গি ওই শ্রমিকদের অপহরণে এসেছিল। পাহাড়ের চূড়া থেকে পাঁচ জঙ্গি নেমে এসে শ্রমিকদের বন্দুকের নলের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ওই অপহরণের ঘটনায় পুলিশ গঙ্গানগর থানাধীন মালদাপাড়ার বাসিন্দা জঙ্গি সহযোগী পাঠান মোহন ত্রিপুরা, যতীন্দ্র ত্রিপুরা এবং বৈজয় ত্রিপুরাকে আটক করেছিল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে অসংলগ্নতা ধরা পড়ায় পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

তারপরও ওই তিন শ্রমিক-কে উদ্ধার সম্ভব হয়নি। আজ ১৬ দিন বাদে তাঁরা উগ্রপন্থী কবল থেকে ফিরে এসেছে। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ তাঁরা গন্ডাছড়া থানাধীন ডি পি পাড়া বিএসএফ-র আউটপোস্ট-এ পৌছেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ত্রিপুরা পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর লাগাতর তল্লাশি অভিযানে চাপ তৈরি হয়েছিল। এমনকি বৈরী সহযোগীরাও পুলিশি অভিযানে প্রচন্ড চাপে ছিলেন। পাশাপাশি, বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনীর জোরদার তল্লাশি অভিযান ওই তিন অপহৃতের ফিরে আসতে সহায়তা করেছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় উগ্রপন্থা দমনে অতীতে বাংলাদেশ সরকারের অসামান্য অবদান ছিল। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেদেশে সমস্ত উগ্রপন্থী ঘাঁটি গুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর উগ্রপন্থী বিরোধী লাগাতর অভিযানে জঙ্গিরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। আবারো ত্রিপুরায় উগ্রপন্থার আস্ফালনে বাংলাদেশ পরম উপকারী বন্ধুর মতো সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

কাল ছয় রাজ্যের কৃষকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.)।। ২৫ ডিসেম্বর প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন উপলক্ষে দেশের ছয় রাজ্যের কৃষকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে আলাপচারিতা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। ওদিন দুপুর বারোটা নাগাদ কৃষকদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি। এদিন কৃষক দিবস উপলক্ষে দেশের সমস্ত কৃষকের অভিনন্দন জানিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন, বাজপেয়ী সরকারের আমলে প্রথমবার কিষান ক্রেডিট কার্ড এর প্রচলন হয়। এর মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে ছয় লক্ষ কোটি টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী সেই লক্ষ্য মাত্রা বাড়িয়ে ১৫ লক্ষ কোটি টাকায় নিয়ে গিয়েছেন। করোনা সংকটকালের মধ্যেও দেশের ব্যাঙ্কগুলি কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করেছে। কৃষিমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে যে খামতিগুলো রয়েছে সেগুলি দূর করা হবে। কৃষকদের লাভবান হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

অসাংবিধানিক পথে চাকরিচ্যুতদের নিযুক্তির জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ সিপিএম পরিষদীয় দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করার জন্য বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের চাঁচাছোলা আক্রমণে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের গায়ে সম্ভবত হুল ফুটেছে। তাই তের হাজার পদে অসাংবিধানিক ভাবে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিযুক্তির দাবী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের দরবারে সপার্ষদ ছুটে গিয়েছেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সরকারী চাকরিতে স্থায়ীভাবে নিযুক্তিতে বামফ্রন্ট সরকারের মতোই অসাংবিধানিক পথ বেছে নেওয়ার জন্য একগাদা পরামর্শ দিয়ে এসেছেন তিনি।

নিয়োগ নীতি এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গলদের কারণে ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল করেছিল আদালত। বামফ্রন্ট সরকার পুনরায় তের হাজার অশিক্ষক পদ সৃষ্টি করে আবারও তাদের বিপদের মুখেই ঠেলে দেওয়ার পথ বের করেছিল, তা আজ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের অকপট স্বীকারোক্তিতে স্পষ্ট হয়েছে। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তের হাজার অশিক্ষক পদে তাদের নিযুক্তির জন্যই তদানিন্তন বামফ্রন্ট সরকার পদক্ষেপ নিয়েছিল। তাতে বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের দাবি প্রমাণিত হল। তিনি দাবি করেছিলেন, সংবিধানের মৌলিক অধিকার খর্ব করে ভোট বৈতরণী পার হওয়ার জন্যই তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার তের হাজার অশিক্ষক পদে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিযুক্তির পদক্ষেপ নিয়েছিল। এক্ষেত্রে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাহীন বেকারদের কপালে ওই চাকরি জুটত না, তা আজ বিরোধী দলনেতার বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়ে দীর্ঘ সময় বক্তব্য রেখেই তড়িঘড়ি উঠে পড়লেন বিরোধী দলনেতা। তাতে চাকরিচ্যুত শিক্ষক ইস্যুতে তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করার খুব একটা সুযোগ মিলেনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাছ থেকে পড়ে নাবালকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। সিধাই মোহনপুর এর প্রায় আট বছরের এক শিশু গাছ থেকে পড়ে মারা গিয়েছে। মৃত শিশুটির নাম আকাশ দেববর্মা। জানা গেছে আকাশ দেববর্মা নামে আট বছরের ওই শিশুটির বাড়িতে একটি গাছে ওঠে ছিল।

গাছ থেকে পড়ে শিশুটি গুরুতরভাবে আহত হয়। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে মোহনপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।শিশুটির অবস্থা আশংকজনক হওয়ায় মোহনপুর হাসপাতাল থেকে জিপিতে স্থানান্তর করা হয়।

জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হল শেষ রক্ষা করা যায়নি। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে শিশুটি। জিবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানবজীবনে সংস্থানের ভূমিকা অতি গৌণ, ত্রিপুরাকে দেখে উপলব্ধি দেশের প্রধান বিচারপতি বোবদের

আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.)।। মানবজীবনে সংস্থানের ভূমিকা অতি গৌণ। ত্রিপুরাকে দেখে উপলব্ধি করেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদে। তাঁর কথায়, এ-রাজ্যের মানুষের হৃদয়, তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট ত্রিপুরাবাসীর বিশালতার পরিচয়। ত্রিপুরায় এসে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত।

বুধবার ত্রিপুরা সফরে এসে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদে উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন করেছেন। সেখানে তিনি পূজা দিয়েছেন। উদয়পুর থেকে আগরতলায় ফিরে ত্রিপুরা হাইকোর্টে ই-সেবা কেন্দ্রের সূচনা করেছেন প্রধান বিচারপতি।

ত্রিপুরা সফরে মানুষের আদর ভালোবাসা পেয়ে ভীষণ আপ্লুত তিনি। প্রধান বিচারপতি বলেন, আমি কখনও ভাবিনি ত্রিপুরার মানুষ এত বড় মনের হবেন। তাঁদের চরিত্রে উদারতার ছাপ মিলবে। শুধু তা-ই নয়, ১৯৭১ সালে শরণার্থীদের যেভাবে ত্রিপুরাবাসী প্রাণ খুলে নিজেদের ঘরে থাকার জায়গা দিয়েছেন, তার প্রশংসায় তিনি ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁর কথায়, এই রাজ্যের মানুষের কাছে সংস্থানের

সংস্থানের ভূমিকা খুবই গৌণ। কারণ, মানুষের হৃদয়, তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট ত্রিপুরাবাসীর বিশালতার পরিচয় বহন করছে। তাই, ত্রিপুরা সফরে এসে আমি ভীষণ আনন্দিত, বলেন তিনি।

প্রধান বিচার পতি আরও ভাবেননি, প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও ত্রিপুরা অনেক উন্নত হবে। তাঁর কথায়, আদালতকে ডিজিটাল মাধ্যমে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম, ন্যায়বিচার প্রযুক্তি-নির্ভর হোক। কারণ, অতিমারির সময় এ-ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না। বিকল্প হিসেবে আদালত বন্ধ করে দিতে হতো। সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের পক্ষে তা কখনওই সম্ভব ছিল না, বলেন তিনি।

তিনি বলেন, হাইকোর্টে ই-সেবা চালু করার সিদ্ধান্ত যথেষ্ট ভালো। তাতে প্রযুক্তির সহায়তায় আদালত মানুষের হাতের নাগালে চলে আসছে। সাথে তিনি যোগ করেন, হাইকোর্টে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ত্রিপুরার শিল্প-কলা সামনে রেখে প্রদান করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এ কুরেশি বলেন, ডিজিটাল পরিষেবা একেবারে নতুন বিষয় না হলেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে মানব সম্পদের সমন্বয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

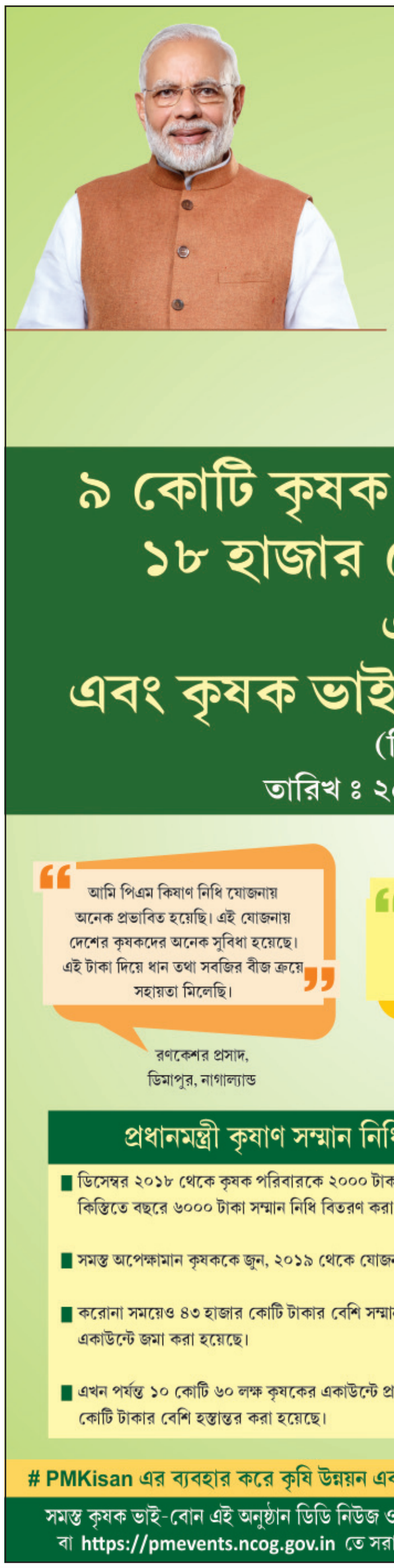

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৭৬ ◘ ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ইং ◘ ৮ পৌষ ◘ বৃহস্পতিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সচেষ্ট?

সাম্য ,মৈত্রীরী, স্বাধীনতা যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণ প্রত্যাশা করেন। এই প্রত্যাশা পূরণের দায় দায়িত্ব অর্পিত হয় গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সরকারের উপর।দেশের জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করিবার মধ্য দিয়া যে সরকার গঠন করেন সেই সরকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করিবেন সেই আশা করিয়া থাকেন দেশের জনগণ। কিন্তু ভারতবর্ষে

জনগণের সেই প্রত্যাশা পূরণ করিতে পারিতেছে না রাজনৈতিক দলগুলি। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন প্রতিনিয়ত বাড়িয়া চলিতেছে। ইহার ফলশ্রুতিতে দেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের জনগণের এটাই সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য।রাজনীতির প্রাচীন সংজ্ঞা চারটি বিষয় বা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। 'সাম' শব্দের অর্থ শত্রুকে বশীভূত করা। তোষণ এবং সন্ধিস্থাপনের মাধ্যমে তা সম্ভব। দ্বিতীয় উপায় হইল স্বত্ব ত্যাগ বা দান করা। পাশা কিংবা কূটনীতির খেলায় বিপক্ষকে যে চাল দেওয়া হয় সেটাকেও 'দান' বলে। 'ভেদ' মানে ভেদাভেদ করা। বিভেদনীতি। সর্বশেষ হইল দণ্ডনীতি। শাসকের বিচারে যে অপরাধী সে শাস্তি পাইবে। রাজনীতি তাই একইসঙ্গে রাজার নীতি এবং নীতিরও রাজা বটে। গণতান্ত্রিক দেশে রাজার অস্তিত্ব নাই। বিশেষত ভারতের মতো যেসব দেশ বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিচালিত, সেখানে নির্বাচিত সরকারের প্রধানই হইলেন শাসক। তিনি রাজার বিকল্প।

রাজতন্ত্র বেশিরভাগ দেশে অতীত অধ্যায় হইয়া গেলেও দেশশাসনের মূল নীতি, মূল সুর বিশেষ পাল্টায়নি। শাসন ক্ষমতা দখলের জন্য দলগুলি চেনা রাজনৈতিক উপায়গুলিই অনুসরণ করে। ক্ষমতা দখলের পর চলে ধরিয়া রাখার নতুন লড়াই। নির্বাচিত সরকার একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য শাসন করিবার অধিকার পায়। তাহার পরেও থাকিতে হইলে তাহাকে ফের ভোটে জিতিয়া ফিরিতে হয়। জিতিয়া ফিরিবার একটিই রাস্তামানুষের মন জয় করা। মানুষের মন জয় করিবার একটিই রাস্তাকাজ করা। এমনভাবে কাজ করিতে হয় যেন মানুষ সরকারের দিকে অভিযোগের তর্জনী তুলিতে না পারে। সুশাসন নিশ্চিত করিবার ব্যাপারে সরকারের চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকা দরকার। সাধারণভাবে সুশাসন কখন বলা হইবে? সুনাগরিকের সমস্ত প্রাপ্য অধিকার সুরক্ষিত রহিয়াছে। প্রতিশ্রুতিমতো উন্নয়ন হইয়াছে। দুর্বলকে রক্ষা করিবার জন্য সরকার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতেছে। দরিদ্র এবং দুর্বলকে উপরের স্তরে টানিয়া তোলা হইতেছে। এই হইল আদর্শ পরিস্থিতি। কিন্তু, সরকারের প্রধান অত্যন্ত নীতিনিষ্ঠ এবং মানবিক হইলেও এই আদর্শ পরিস্থিতি ধরিয়া রাখা কঠিন। কারণ, দল এবং প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য মানুষকে নিয়াই যে সরকারকে একটি করিয়া টার্ম পার হয়। কে না জানে, সব মানুষ সমান হয় না। চেনা মানুষেরও চরিত্র বদলাইয়া যায়। কোনও কোনও পরিস্থিতিতে ভালো মানুষ খারাপ হইয়া যায়। সাধু থেকে শয়তানে রূপান্তরের নজির ভূরি ভূরি। তাই দুর্বৃত্তদের দমনের জন্য সুশাসকের প্রশাসনকে সদা সতর্ক থাকিতে হয়। খারাপ লোকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ভালো সরকার কখনই রং বিচার করে না। 'আমার লোক', 'ওদের লোক' প্রভৃতি ভেদাভেদ করে না। যে সরকার এই ধরনের ভেদাভেদ করে না েসেই সরকার একটি আদর্শ সরকার হিসেবে পরিগণিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই ধরনের সরকার প্রত্যাশা করেন দেশের জনগণ। কিন্তু বর্তমান কালে যে পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যাইতেছে তাহাতে এই ধরনের সরকার খুঁজিয়া পাওয়া রীতিমতো দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এটাই বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের জনগণের দুর্ভাগ্য। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন এই ধরনের একটি দেশ। তাহারা ভাবিয়াছিলেন দেশ স্বাধীন হইলে দেশের নাগরিকদের মধ্যে কোন ধরনের ভেদাভেদ না। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য যারা জীবন বিসর্জন দিয়েছেন তাহাদের স্বপ্ন সার্থক হয় নাই।

চার নেতাকে শো-কজে ত্রস্ত বঙ্গবিজেপি-র কর্তারা

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : ২৪ ঘন্টার মধ্যে দুই পর্যায়ে রাজ্যের চার নেতানেত্রীকে কারণ দর্শানোর চিঠি ধরিয়ে সতর্ক করে দিল বিজেপি নেতৃত্ব। এতে দলে রীতিমত শঙ্কিত অনেকে। বঙ্গবিজেপি-র পরিসর বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে দলে অনৈক্য। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মনে করছে, দলে কাকে, কেন, কখন নেওয়া হবে তা শীর্ষ নেতৃত্ব পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেবেন। অন্য কেউ এ নিয়ে মুখ খুললে উদ্ভূত মনোমালিন্য আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র ক্ষতি করবে। তাই গোড়াতেই লিখিতভাবে চার জনকে চিঠি ধরানো হল। খবরটি জানাজানি হওয়ার পরে বুধবার দলের আঞ্চলিক বা এলাকার অনেক নেতা সহকর্মীদের মন্তব্য না করতে সজাগ করে দেন। যে চার বিজেপি নেতাকে লিখিতভাবে সতর্ক করা হয়েছে তাঁদের দু'জন রাজ্যস্তরে শীর্ষনেতা মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা মিত্র এবং দলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু। অপর দু'জন জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা এক নম্বর মন্ডলের সভাপতি সন্তোষ হাতি এবং গঙ্গা প্রসাদ শর্মা। দলের রাজ্য সহ সভাপতি প্রতাপ ব্যানার্জীর সই করা শাস্তিমূলক চিঠির প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে দিলীপ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কিশোর বর্মণকে। সূত্রের খবর, তৃণমূল নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি এবং তৃণমূল থেকে আসা অপর কিছু নেতাকর্মীদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগে ওই চার জনের কাছ থেকে সাতদিনের মধ্যে জবাব চাওয়া হয়েছে।শুভেন্দু অধিকারী বিধায়ক পদ ত্যাগের পর প্রবল টানাপোড়েন শুরু হয় রাজ্য-রাজনীতিতে। ২দিনের মধ্যে পদত্যাগ করেন শাসকদলের একাধিক দাপুটে নেতা। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন আসানসোল পুরসভার প্রশাসক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। জল্পনা শুরু হয়, হয়তো শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেই বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন জিতেন্দ্রও। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, বাবুল সুপ্রিয় থেকে শুরু করে অগ্নিমিত্রা পাল, সায়ন্তন বসু প্রত্যেকেই নেতিবাচক মন্তব্য করেন। অগ্নিমিত্রা বলেছিলেন, "শুভেন্দুবাবু এলে তাঁকে স্বাগত। তবে জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে আসানসোলের মানুষই পছন্দ করেন না।" তাঁর মন্তব্যেই স্পষ্ট হয়েছিল, জিতেন্দ্র তিওয়ারি বিজেপিতে যোগ দিলে তা খুব একটা ভালভাবে নেবেন না তিনি। কার্যত একই মন্তব্য করেছিলেন সায়ন্তন বসুও। মন থেকে সায় নেই বলেই জানিয়েছিলেন বাবুল। পরে তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করার পর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। জানান, "দিদিকে দুঃখ দেওয়া উচিত হয়নি।" এরপর গতকাল সায়ন্তন বসু, সন্তোষ হাতি এবং গঙ্গা প্রসাদ শর্মাকে শোকজ করে বিজেপি। এদিন শোকজ করা হয় অগ্নিমিত্রা পালকে।

পাহাড় সরাতে ১ হাজার ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর(হি. স.) : পরিবেশ দূষণ রোধে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উত্তর চব্বিশ পরগনার প্রমোদ নগর, মোল্লার ভেড়ি ও কলকাতার ধাপায় দীর্ঘদিনের স্তূপীকৃত বর্জ্যের পাহাড় সরাতে রাজ্য সরকার ১ হাজার ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এমনটাই জানিয়েছেন পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

এই প্রসঙ্গে পুরমন্ত্রী বলেন, জৈব বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরি করা হবে, অজৈব বর্জ্য থেকে কেক তৈরি করে তা পাওয়ার প্ল্যান্টের কাজে ব্যবহারের জন্য পাঠানো হবে। তিনি বলেন, প্রমোদ নগরে স্তূপীকৃত ৭.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরনের জন্য প্রায় ৬৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই তার কাজ শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আন্দোলন করুন, কিন্তু ছাড় দিন সড়ককে

আর কে সিনহা

যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশে নিজেদের ন্যায্য দাবিদাওয়া মানানোর স্বার্থে প্রতিবাদ-আন্দোলন করার অধিকার রয়েছে। এই অধিকার পাওয়া ভীষণ দরকার এবং এটাই তো গণতন্ত্রের আত্মা। সরকারের প্রতিটি সিদ্ধান্তে দেশের প্রতিটি নাগরিক খুশি হবেন, এমনটা জরুরি নয়। তাই আন্দোলন করাই তাঁদের কাছে একমাত্র বিকল্প। কিন্তু প্রতিবাদ ও আন্দোলনের নামে প্রধান সড়ক এবং হাইওয়ে অবরুদ্ধ করা অত্যন্ত গণতান্ত্রিক। এর ফলে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগে পড়তে হয়। হাসপাতালে রোগীদের নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়, চাকুরীজীবি, পড়ুয়া-সহ অনেকেই প্রতিনিয়ত সমস্যার মুখোমুখি হন। এজন্যই হয়তো অনেকে আন্দোলনকে নৈতিকভাবে সমর্থন করেন না।

বর্তমানে কৃষক আন্দোলনের কারণে দিলি-হরিয়ানা সীমা এবং উত্তর প্রদেশ-দিল্লি সীমায় অবস্থান করছেন কৃষকরা। তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা চলছে। সরকার বারবার বলছে, কৃষকদের সঙ্গে কোনও অন্যায় করা হবে না। কৃষি এবং কৃষিকাজ ছাড়া তো ভারতের কল্পনা করাও দুরস্ত। সড়কে কৃষকদের আন্দোলনের কারণে দিল্লি থেকে অনেক দূরেও আন্দোলনের প্রভাব পড়ছে। পশ্চিম উত্তর প্রদেশে কৃষকদের

আন্দোলনের প্রভাব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মেরঠ, মুজফরনগর, বাঘপত প্রভৃতি এলাকায় কৃষকরা সড়কে নেমে পড়েছেন এবং হাইওয়ে অবরুদ্ধ করছেন। কৃষি আইনের বিরুদ্ধে অবরুদ্ধ করা হচ্ছে। কৃষকদের একটাই দাবি যেনতেন প্রকারেণ কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হবে। তাঁরা এমএসপি এবং মান্ডি নিয়ে বিভ্রান্তি দুর করতে চাইছেন।

শাহিনবাগের ধর্ণা এবং দিল্লির কষ্ট চলতে থাকা আন্দোলনের জেরে কোস্ট পেতে হয়েছিল দিল্লিকে। আন্দোলনকারীদের সড়ক থেকে হটাতে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল। শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, "ধর্ণা-প্রদর্শনের সময় সর্বজনীক স্থল ঘেরা যাবে না। এর ফলে সাধারণ নাগরিকের অধিকার খর্ব হয়। শুধুমাত্র বিরোধ প্রদর্শনের জন্য সর্বজনীক স্থল অবরুদ্ধ করা যাবে না।" যাইহোক সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর প্রদর্শনকারীদের হটিয়ে দিয়েছিল দিল্লি পুলিশ। তাঁদের আন্দোলনের জন্য গোটা দেশ ক্ষুব্ধ ছিল। বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ধর্ণা শেষ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু, আন্দোলনকারীরা কারও কথা শোনেনি। প্রথম কথা হল এই যে, শাহিনবাগে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে যে স্থানে ধর্ণা চলছিল, সেখানে ধর্ণা চলতেই পারে না। ধর্ণা অথবা প্রদর্শন এমন স্থানে হওয়া উচিত, যাতে কারও কোনও সমস্যা না হয়।

৩২ বছর আগে, ১৯৮৮ সালে মহেন্দ্র সিং টিকাইতের কৃষক আন্দোলনের কথা মনে করুন। টিকাইতের নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ কৃষক দিল্লির বোট ক্লাবে এসেছিলেন। ঠিক যাবে এই মুহূর্তে কৃষকরা দিল্লিতে নিজেদের দাবির সমর্থনে এসেছেন। পার্থক্য একটাই এবার বোট ক্লাব নয়, দিল্লি সীমায় সড়ক ও হাইওয়েতে বসে রয়েছেন কৃষকরা। সেটা অক্টোবরের মাস ছিল। দিল্লির বোট ক্লাবে প্রায় ৭ লক্ষ কৃষকদের সামনে ভারতীয় কিসান ইউনিয়নের নেতা মহেন্দ্র সিং টিকাইত বলেছিলেন, "সাবধান! ভারত দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছে।"

দিল্লি তখন একজন কৃষক নেতাকে প্রত্যক্ষ করছিল। বোট ক্লাব এবং ইন্ডিয়া গেটে কৃষকরা খাবারের জন্য চুল্লি তৈরী করছিলেন। প্রতিদিনই দেশের অনেক বিরোধী নেতা টিকাইতের সঙ্গে দেখা করতেন। মহারাষ্ট্রের প্রভাবশালী নেতা শরদ জোশীও টিকাইতের সঙ্গে ধর্ণাস্থলে বসেছিলেন। আখের অধিক সমর্থন মূল্যের পাশাপাশি বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ও জলের দাবি করেছিলেন তাঁরা। দিল্লিতে প্রচুর কৃষকদের উপস্থিতিতে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল সরকার। আসলে বিগত কয়েক বছর ধরে প্রদর্শনকারীরা জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে তুলছেন। এর ফলে সাধারণ মানুষকে কষ্ট পেতে হচ্ছে। প্রত্যেকের স্বার্থকে সম্মান তো করতে হবে আন্দোলনকারীদের।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক ও প্রাক্তন সাংসদ)

এপ্রিল থেকে কমবে 'টেক হোম পে' বাড়বে অবসরের প্রাপ্য টাকা

ত্রিদিব রঞ্জন ভট্টাচার্য

আগামী এপ্রিল থেকে হাতে পাওয়া বেতন যাকে আমরা বলি —'টেক হোম পে' তা কি কমে যাবে? আইটি সহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতদের মধ্যে আলোচনায় এখন এই প্রশ্ন বার বার উঠে আসছে। সরকারি ক্ষেত্রে যাঁরা রয়েছেন তারাও বিষয়টির ওফর নজর রাখছেন। শুধুমাত্র কর্মীমহলে নয়, নিয়োগকর্তারাও এ ব্যাপারে কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়েছেন। বাড়তি দায় নিতে হবে কি?

আমরা আজকের আলোচনায় এই প্রসঙ্গে আসবে তবে তার আগে জেনে নেব এই ভাবনা কেন আসছে।

মোদি সরকার বলছেন-ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি পিছিয়ে পড়ছে চলিত আইনকানুনের সংস্কারের অভাবে। আর এই লক্ষ্যে তাঁরা অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছেন। এখন চলছে সংস্কার পর্ব। তবে সংস্কারের লক্ষ্যে এসেছে নয়া কৃষি আইন। কিন্তু নয়া কৃষি আইন নিয়ে চলছে রাজ্যের রাজ্যে আন্দোলন। এই আন্দোলনের মোদি সরকার আদৌ পিছিয়ে আসবেন কিনা, তা জানতে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরও কয়েকদিন। কিন্তু, এই কৃষি বিলের আগেই মোদি সরকার শ্রম বিষয়ক আইনের একগুচ্ছ পরিবর্তন করে ফেলেছেন। নয়া কৃষি আইন নিয়ে এখন যেরকম রাজনৈতিক হৈ হল্লা হচ্ছে শ্রম বিষয়ক আইনের খোলনলচে প্রায় পাল্টে গেলেও সেভাবে কোনও রাজনৈতিক লড়াই হয়নি, মৃদু বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদ শোনা গেছে। কিন্তু শ্রম বিষয়ক বিভিন্ন আইনের সম্প্রতি যে পরিবর্তন বা সংস্কার যাই বলা হোক না কেন-তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আগামী দিনে বোঝা যাবে।

স্বাধীনতার পরে, আগে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের তাগিতে তৈরি হয়েছিল প্রায় ৪৪টি কেন্দ্রীয় শ্রম সংক্রান্ত আইন। ক্ষমতায় আসার পরে মোদি সরকার ১৫টি শ্রম বিষয়ক আইন বাতিল করে দিয়েছিলেন। এই আইনগুলি বাতিলে পরে থাকা ২৯টি শ্রম সংক্রান্ত পুরানো আইনকে চারটি শ্রমবিধিতে বেধে ফেলে আইনি স্বীকৃতি দেবার ব্যবস্থা পাকা করতে ২০১৯ থেকে সংসদে বিল আনা শুরু হয়েছিল। এখন আর বিল পর্যায়ে নেই, সংসদের দুই কক্ষে চারটি শ্রমবিধি পাশ হয়ে যাবার পর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভের পরে, এই চারটি শ্রমবিধি বা লোবার কোড পুরোপুরি আইনের তকমা পেয়েছে। এখন শুধু বাকি এই আইন বাস্তবে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি তৈরি করা, এখন চলছে তার খসড়া প্রস্তাব নিয়ে আলাপ আলোচনা।

ডিসেম্বরই নয়া শ্রম বিধি চালু হবার কথা ছিল, নয়া কৃষি আইন নিয়ে রাজনীতি গরম হওয়াতে শ্রমবিধি চালু হতে দেরি বলে অনেকের বিশ্বাস।

এবার জেনে নেওয়া যাক এই চার শ্রমবিধি কি কি ? এই চর শ্রমবিধি (১) মজুরি বিধি চারটি পূর্বতন আইনের ---বোনাস আইন (১৯৬৫), মজুরি আইন (১৯৩৬), ন্যূনতম মজুরি আইন (১৯৪৮) ও সম মজুরি আইন (১৯৭৬) অবলুপ্তি ঘটিয়ে তৈরি হয়েছে মজুরি বিধি।

২) সামাজিক সুরক্ষা বিধিঃ এই বিধি তৈরিতে হারিয়ে গেল নয়টি পুরোনো কেন্দ্রীয় আইড়। অর্থাৎ, নয়া আইন মিলে তৈরি হল সামাজিক সুরক্ষা বিধি। এই নয়া আইনে পূর্বতন যে নয়টি আইন বিলোপ হল তার মধ্যে আছে- এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন (১৯৫২) ম্যাটারনিটি বেনিফিট অ্যাক্ট (১৯৬১), অসংগঠিত কর্মী সামাজিক সুরক্ষা আইন (২০০৮) গ্র্যাচুয়িটি আইন (১৯৭২), এমপ্লয়িজ ইনস্যুরেন্স আইনের মতো গুরুত্বপূর্ণ আইন।

৩) অন্য দুই বিধিঃ উফরে উল্লিখিত দুই বিধি ছাড়াও আর ও দুই শ্রম বিধি হল (৩) শিল্পে শ্রমিক মালিক সম্পর্ক আইন এবং (৪) কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিধি।

এইসব বিধি আইনের পরিণত হলেও বিভিন্ন মহলে আইনের কিছু ধারার ব্যাখ্যা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক রয়েছে। এইসব শ্রমবিধি কার্যকর করার জন্য বিধি প্রকাশিত হলে আইনের অস্বচ্ছতা দূর হবে সরকারি মহলের এই দাবি কতটা সঙ্গত তা বোঝা যাবে আগামীদিনে। আজকে আলোচনার শুরুতে যে প্রশ্ন—সেই প্রশ্নের উত্তর জানতে আমরা মজুরি বিধি ও সামাজিক সুরক্ষা বিধির কয়েকটি ধারার কথা উল্লেখ করব, অন্য দুই শ্রম বিধি আমাদের আলোচনার বাইরে থাকবে।

মজুরি বিধিঃ ২০১৯ -এর মজুরি বিধিতে দুই চারটে বিষয়ে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা হলেও পুরানো আইনের বহু ব্যাখ্যা একই থাকছে। যেমন 'শ্রমিক' বলতে কাদের বোঝায়, সেই ব্যাখ্যা একই থাকছে, কিন্তু এবার তার সঙ্গে কথা বলা হয়েছে সুপারভাইসারি পদের কোন ব্যক্তি যজি মাসে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত মাইনে পান তবে তাকে শ্রমিক হিসাবেই ধরা হবে।

ন্যূনতম মজুরির বিষয়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের যে 'ফ্লোরও মজুরি' ঠিক করবেন কোন রাজ্য সরকার ন্যূনতম মজুরি তার চেয়ে কম দিতে পারবেন না, বেশি দিলে আপত্তি নেই। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য প্রায় সব রাজ্যেই ন্যূনতম মজুরি এই ফ্লোর মজুরির বেশিই। নয়া আইনে ন্যূনতম মজুরি সারা দেশে এক হবে এমন কথা নেই। রাজ্য সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি কৃষি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য হবে তা নিয়ে জটিলতা দেখা দিতে পারে। এছড়াও মাহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন আর ও নতুন বিধিতে যে ন্যূনতম মজুরি ধার্য হবে তার মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে কোন আইন মানা হবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন ঝুলে আছে।

মোট বেতনঃ ন্যূনতম মজুরি পরে আমরা আসব সংগঠিত ক্ষেত্রের বেতন ও অন্যান্য ভাতার ব্যাপারে নতুন মজুরি বিধিতে কি বলা আছে সে প্রসঙ্গে। কারণ এই নতুন ব্যাখ্যার সঙ্গে আমাদেজর প্রশ্নের জবাব লুকিয়ে আছে।

নতুন বিধিতে বলা হয়েছে যে ভাতা বা অনান্য সুবিধা মোট বেতনের ৫০ শতাংশের বেশি হবে না। অর্থাৎ মূল বেতনকে ভাতা বা অন্যান্য সুবিধা কখনও ছাপিয়ে যাবে না। সামাজিক সুরক্ষা বিধির কথা অল্প করে উল্লেখ করে আমরা খুঁজব আজকের প্রশ্নের উত্তর।

সামাজিক সুরক্ষা বিধিঃ নতুন এই সামাজিক সুরক্ষা বিধিতে আইনের পরিধি অনেকটা বেড়েছে। সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী ছাড়াও সামাজিক সুরক্ষার বিধির আওতায় আসছেন অ্যাপ ভিত্তিক কর্মী (ওলা, উবের, সুইগির মতো সংস্থার কর্মী)। তারা ইএসআই-এর সুবিধা পাবেন।

ইপিএফে পরিবর্তন আসতে চলেছে। ১৯৫২-এর কর্মী ভবিষ্যনিধি প্রকল্প (১৯৫২), সিডিউলে উল্লিখিত সংস্থায় ২০ জনের বেশি কর্মী হলেই এই প্রকল্পে যোগদান বাধ্যতামূলক ছিল। বর্তমান আইনে কোন সংস্থায় ২০ জন বা তার বেশি কর্মী থাকলেই সেই সংস্থাকে এই প্রকল্পে যোগ দিতেই হবে।

অনুদান ঃ ইপিএফ সংস্থার এবং কর্মীর অনুদান হবে ১০ শতাংশ। এই অনুদান আর মজুরি বিধির মূল বেতন—এই দুইয়ে মিলবে আমাদের প্রশ্নের উত্তর।

এবার আমরা আসছি কেন হাতে পাওয়া বেতন কমবে সরাসরি সেই প্রসঙ্গে। আমরা জানি ইপিএফে অনুদান দেবার সময় মূল বেতন ও মহার্ঘ ভাতার বিষয়টি ধরে নিয়ে অনুদান দেওয়া হয়। আমাদের দেশের বহু বেসরকারি সংস্থাতেই মূল বেতন কম রেখে অন্যান্য ভাতা বেশি করে দেওয়া হয়। আইটি সেক্টরে তো কথাই নেই। নয়া মজুরি বিধিতে অন্যান্য ভাতা মূল বেতনের ৫০ শতাংশ বেশি হবে না। আর এজন্য যেসব সংস্থাতে কর্মীদের মোট বেতন ভাতার পরিমাণ মূল বেতনের বেশি সেকানে কর্মীদের মূল বেতন বাড়াতে হবে, কমাতে হেব অন্যান্য ভাতা। মূল বেতনের বৃদ্ধিতে সামাজিক সুরক্ষা বিধি অনুসারে নিয়োকর্তার অনুদান যেমন বাড়বে তেমনি বাড়বে কর্মীর। কর্মীর অনুদান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাতে পাওয়া বেতনের টাকা কমবে। উহাদরণ দিলে বিষয়টি পরিস্কারার হবে। কোন কর্মীর মূল বেতন ছিল ১০ হাজার টাকা, অন্যান্য ভাতা ছিল ২৫ হাজার টাকা। মোট বেতন ৩৫ হাজার টাকা। নয়া মজুরি আইনে মোট বেতন ৩৫ হাজার টাকা থাকলেও মূল বেতন হবে ১৭৫০০ টাকা, আর অন্যান্য ভাতা হবে মূল বেতনের সম পরিমাণ। অর্থাৎ ১৭৫০০ টাকা মূল বেতন যখন ছিল ১০ হাজার টাকা, তখন ইপিএফে অনুদান ছিল এক হাজার টাকা, নয়া আইনে হবে ১৭৫০ চাকা। অর্থাৎ মোট মাইনে সমান থাকলে এখন বাড়িতে যাবার সময় মাইনে কমবে ৭৫০ টাকা (১৭৫০-১০০০ টাকা)।

এই জমুরি বিধির মূল বেতনের বিষয়টি যেমন কর্মীর টেক হোম স্যালারি কমাতে পারে তেমনি সংস্থার বাড়বে আর্থিক দায়। কর্মীদের বেতন কাঠামোতে আনতে হবে পরিবর্তন। সাধারণভাবে অনেক বেসরকারি সংস্থা মূল বেতন কমিয়ে রেখে অন্যান্য ভাতা বেশি রেখে কর্মীদের ইপিএফ, গ্র্যাচুয়িটি, বোনাস ইত্যাদির দায় অনেকটা হাল্কা করে। কিন্তু, এবার তাদের সেই সুযোগ কমতে চলেছে। এর ফলে বিভিন্ন সংস্থার কর্মীদের গ্র্যাচুরিটি, ইপিএফ ইত্যাদি বাবদ ব্যয় অবশ্যই বাড়বে।

অবসরের প্রাপ্তি বাড়বেঃ কর্মীদের নয়া শ্রম সংক্রান্ত বিধিতে হাতে পাওয়া বেতন কমলেও দুঃখ পাবার কোনও কারণ। বর্তমান কম পেলেও বাড়তি পিএফ অনুদান (কর্মী ও সংস্থার দুজনেরই) গ্র্যাচুয়িটি অবসর জীবনে আর্থিক স্বস্তি বাড়াতে পারে। অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা থেকে প্রাপ্য টাকা বৃদ্ধি পাবে।

তবে এখনই ও ব্যাপারে শেষ কথা বলা সম্ভব নয়। মজুরি বিধির রুল বা আইন বাস্তবে প্রয়োগের খুঁটিনাটি যতক্ষণ না চূড়ান্ত হচ্ছে ততদিন ধন্ধের মধ্যে থাকতেই হবে। খসড়া চূড়ান্ত হবার পর আবার বিভিন্ন রাজ্য সরকারও মজুরি সম্পর্কে কী দৃষ্টিভঙ্গি নেয় সে প্রশ্নও এসে পড়বে। কারণ শ্রম বিষয়ক আইন সংবিধানের রাজ্যতালিকা ভুক্ত বিষয়। পরের ধাপে, বিভিন্ন রাজ্যসরকারকে মজুরি সংক্রান্ত আইনের সংশোধনী আনতে হবে। আর এ ব্যাপারে কেন্দ্র, রাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য দেখা দিলে জটিলতা অবশ্যই বাড়বে, এজন্য কেন্দ্র, রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় জরুরি। আর এই সমন্বয়ের অভাব দেখা দিলে শুধুমাত্র মূল বেতনের বা বেসিকের প্রশ্ন নয়, ন্যূনতম মজুরি, ওভারটাইম ইত্যাদির মতো অনেক শ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে জলঘোলা হবে।

বিভিন্ন সরকারি মহলে প্রকাশ, শ্রম সংক্রান্ত নিয়মকানুন এই অর্থবর্ষেণ চালু হবে না। সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে বিশে, করে বর্তমানের রাজনৈতিক উত্তাপ কমিয়ে আগামী এপ্রিল অর্থাৎ আগামী অর্থবর্ষ থেকে নতুন চার শ্রমবিধি সারা দেশে লাগু হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক খয়েরপুর এলাকা পরিদর্শনে যান। ছবি- নিজস্ব।

অসমে সাড়ে চার বছরের বিজেপি সরকারের সুশাসন ব্যবস্থার ফলে বরাক-ব্রহ্মপুত্র পাহাড়-সমতলে সমউন্নয়ন হয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

হাইলাকান্দি (অসম), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমে গত সাড়ে চার বছরের বিজেপি সরকারের সুশাসন ব্যবস্থার ফলে বরাক-ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়-সমতলের সমান্তরাল গতিতে উন্নয়ন হয়েছে, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। বুধবার এখানে জেলাশাসকের সভাকক্ষে বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতির প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

পরে রাজ্যের বন ও পরিবেশমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যকে পাশে নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল জানান, বিগত সাড়ে চার বছরের কার্যকালে অসম সরকার বরাক উপত্যকার বিভিন্ন ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়ন তথা ব্যাপক সফলতার অগ্রগতি হচ্ছে। রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সৌভাগ্য প্রকল্পের বিদ্যুৎ সংযোগ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, জলজীবন মিশন, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, উজ্জ্বলা প্রকল্প সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অন্যান্য প্রকল্পের বলে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছেন। এই সাফল্যের বিষয় সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের উপস্থাপিত অগ্রগতির খতিয়ানে স্পষ্ট হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, বিগত দিনে কখনও এ ধরনের বৈপ্লবিক উন্নয়ন রাজ্যবাসী প্রত্যক্ষ করেননি। কংগ্রেস সরকারের সুদীর্ঘ ষাট বছরের অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে বর্তমান বিজেপি সরকার জনগণের কাছে যেভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা যথার্থভাবে বাস্তবায়ন করছে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আন্তরিকতার সঙ্গে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন, এবং এজন্যই অসমের বরাক ব্রহ্মপুত্র পাহাড় সমতলের সমউন্নয়ন হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদীর 'সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ, সব-কা বিশ্বাস'-এর নীতি বলে বিজেপি সরকার সুশাসন ব্যবস্থা প্রদানে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ক্ষীপ্রতার সঙ্গে রাজ্যের ৩৬টি জেলায় সমান্তরালভাবে উন্নয়নের ধারা বজায় রেখেছে সরকার। সর্বশ্রেণির মানুষের সহযোগিতার জন্য দুর্নীতিমুক্ত, প্রদূষণমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত অসম গড়তে সক্ষম হয়েছে এই সরকার। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আন্তরিকতা ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঐক্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে রাজ্যের প্রগতির জন্য কাজ করে পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে অসম একটি বিশেষ উন্নয়নমূলক রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছে।

বিশ্বভারতী পৌষ উৎসব থেকে ব্রাত্য আশ্রমিক সঙ্ঘ

শান্তিনিকেতন, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : পৌষ উৎসবের ঐতিহ্যবাহী 'স্মৃতি কথা' ও 'পরোলোক গত আশ্রম বন্ধুদের স্মৃতি বাসর' অনুষ্ঠান থেকে অর্থনৈতিক লেনদেনের দোহাই দিয়ে আশ্রমিক সঙ্ঘ কে ব্রাত্য করার অভিযোগ উঠল বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে। যদি ও ঐতিহ্য মেনে আশ্রম এলাকার বাইরে অন্যত্র স্মৃতি কথা অনুষ্ঠান করল সঙ্ঘ।এ বিষয়ে বিশ্বভারতীর যুক্তি পৌষমেলা না হওয়ায় আয়ের কোনও বিকল্প সংস্থান নেই। ফলে নূন্যতম খরচ চাওয়া হয়েছে।

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন কর্মী আধিকারিক অধ্যাপকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আশ্রমিক সংঘের মাধ্যমেই বরাবর যুক্ত থেকে এসেছেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় থেকে এই আশ্রমিক সংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত থেকে এসেছে।

১৯২৩ সালের আশ্রম সংবাদ থেকে জানা যায়, '৯ পৌষ আশ্রমের মৃত ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা বাসর ও খ্রীষ্টোৎসব উপলক্ষে মন্দিরে উপাসনা হয়। পূজনীয় গুরুদেব (রবীন্দ্রনাথ) আচার্যের আসন হইতে একটি অতি সুন্দর মর্মস্পর্শী উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি আশ্রম বন্ধু পিয়ারসন সাহেবের কথা বিশেষ ভাবে সমরন করেন।' সেই পথ ধরেই ৯ পৌষ আম্রকুঞ্জে পরলোক গত আশ্রম বন্ধুদের স্মৃতি বাসরের ঐতিহ্য বহমান।

তিন দিনের পৌষ উৎসবের অন্যতম অঙ্গ অবশ্যই ৭ পৌষ বিকেল ৩ টেয় শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান এবং ৯ পৌষ সকালে পরলোকগত আশ্রম বন্ধু দের স্মরণসভা আয়োজন করে আশ্রমিক সংঘ। দুটি অনুষ্ঠানই গতবছর পর্যন্ত আম্রকুঞ্জে আয়োজিত হয়ে এসেছে আশ্রমিক সঙ্ঘের পরিচালনায়। যা আর এবছর থেকে হবে না।

পৌষউৎসব নিয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ যে বৈঠকের আয়োজন করে তাতে আমন্ত্রণ জানানো হয় আশ্রমিক সংঘের সম্পাদক সুব্রত সেন মজুমদার সহ অন্যান্য প্রতিনিধি দের।সঙ্ঘের দাবি, বৈঠকে উপস্থিত সংঘের প্রতিনিধিদের অনুষ্ঠান করা নিয়ে কিছু শর্ত আরোপ করে বিশ্বভারতী। জানানো হয় আম্রকুঞ্জের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের দোতলায় এবছর স্মৃতিচারণের অনুষ্ঠান করতে হবে। তবে অনুষ্ঠান করলে হলভাড়া ও গাড়ি ভাড়া বাবদ মোট ৫০০০ টাকা দিতে হবে। টাকা দিয়ে অনুষ্ঠান করতে সংঘ রাজি না হওয়ায়, তারা বিনা আড়ম্বরে আম্রকুঞ্জে বসে এই অনুষ্ঠান করার অনুমতি চান। কিন্তু বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সেই অনুষ্ঠান করার জন্যও 'ভাড়া' দাবি করে বলে অভিযোগ।

আশ্রমিক সংঘের সদস্য সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, এই অপমানজনক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সংঘ বিশ্বভারতী কে জানায় যে তাদের লাইট, মাইক কোনও প্রয়োজন নেই, আশ্রমের যেকোনও জায়গায় অনাড়ম্বর ভাবে তারা স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানটি করতে ইচ্ছুক তাতেও টাকা চাওয়া হয়েছে।' সংঘের অভিযোগ, একই ভাবে ৯ পৌষ সকালে পরলোকগত আশ্রমবন্ধুদের স্মরণ সভা পরিচালনা থেকেও সংঘকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

আশ্রমিক সংঘের কার্যনির্বাহী সমিতির মতে ,' ৭ পৌষ উৎসবের সঙ্গে আশ্রমিক সংঘের অনুষ্ঠান গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাল থেকে বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত। ফলে সংঘ মনে করে, এ তো বিশ্বভারতীরও অনুষ্ঠান। পৌষ উৎসবের নানা অনুষ্ঠান ঘিরে শ্রদ্ধা ভালবাসায় প্রাক্তনদের এক গভীর আবেগ জড়িয়ে আছে, কাজেই নীতিগত ভাবে টাকা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না। '

তাই এদিন শান্তিনিকেতনের রতন পল্লীতে সোনার তরী বাড়ি তে পৃথক ভাবে আশ্রমিক সঙ্ঘ স্মৃতি কথা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে বক্তব্য রাখেন প্রবীন আশ্রমিক উমা সেন।তিনি বলেন, 'পৌষ উৎসবের ঐতিহ্যবাহী স্মৃতি কথা অনুষ্ঠান থেকে অর্থনৈতিক লেনদেনের দোহাই দিয়ে আশ্রমিক সঙ্ঘ কে বাত্য করা হল। তবুও আমরা আমাদের মত করে আমাদের অনুষ্ঠান করলাম।'

যদিও অনুষ্ঠান স্থলের ভাড়া চাওয়ার প্রসঙ্গে কর্মীমণ্ডলীর সম্পাদক কিশোর ভট্টাচার্য বলেন, "এবছর পৌষমেলা না হওয়ায় আয়ের কোনও বিকল্প সংস্থান নেই। ফলে নূন্যতম খরচ বহনের জন্যই তাদের কাছে ভাড়া চাওয়া হয়েছে"।

তবে বিশ্বভারতীর দাবি পরলোকগত আশ্রম বন্ধুদের স্মৃতি বাসর অনুষ্ঠান টি বিশ্বভারতী নিজের উদ্যোগে পালন করবে। তবে ওই দিন হবিষ্যান্ন খাওয়ার জন্য ১৫০ টাকার টিকিট কেটে নিতে বলা হয়েছে। যা এতদিন সম্পূর্ণ নিশুলক ছিল।

এই নিয়ে আশ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক সুব্রত সেন মজুমদার বলেন "কার্যত পরম্পরাগত ভাবে পৌষ উৎসবে আশ্রমিক ও প্রাক্তনদের অংশগ্রহন এখন থেকে বন্ধ হয়ে গেল। তবে বিশ্বভারতীর জমির বাইরে আমরা স্মরণসভার আয়োজন করছি "।

বরাক উপত্যকা বিজেপির 'গড়', এখানকার ১৫ আসনের মধ্যে ১২টিতে দলীয় প্রার্থীর জয় নিশ্চিত, বক্তা দলের প্রদেশ সভাপতি

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : বরাক উপত্যকা বিজেপির 'গড়', ঘাঁটি। ১৯৯১ সালে এই বরাক উপত্যকা থেকেই অসমে বিজেপির উত্থান ঘটেছিল। করিমগঞ্জ জেলা থেকে চার এবং কাছাড় জেলা থেকে পাঁচ জন বিধায়ক জয়ী হয়ে রাজ্য বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। আজ করিমগঞ্জে বিজেপির হাইপ্রোফাইল রাজ্য কার্যনির্বাহী সভার দলীয় পতাকা উত্তোলন করে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন দলের প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস।

নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস। পতাকা উত্তোলনের পর প্রদেশ সভাপতি আরও বলেন, আসন্ন ২০২১ সালের নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপি ১০০ প্লাস বিধায়ক নিয়ে দ্বিতীয় বার সরকার গঠন করবে। তিনি ১৯৯১ সালে বরাক উপত্যকা থেকে প্রথম বারের মতো বিজেপির টিকিটে বিজয়ী বিধায়কদের স্মরণ করে বলেন, তাঁরা যে দিশাদর্শন দিয়ে গেছেন সেই পথে চলেই দল আজ এক শক্তিশালী অবস্থানে আসতে পেরেছে। বলেন, ওই সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস কমিউনিকেশন নিয়ে পড়াশুনা করছিলেন। এর পর ধীরে ধীরে বিজেপির প্রতি আকৃষ্ট হন। আর এখন এই দলের বিধায়ক এবং প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

রঞ্জিত দাস বলেন, বরাক উপত্যাকা থেকে ১৯৯১ সালে নয়জন এবং ধুবড়ি থেকে একজন সহ মোট দশজন বিধায়ক বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁরা যে বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন সেটি আজ মহিরুহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি ওই সকল বিধায়কদের অবদান অনস্বীকার্য বলে মন্তব্য করেন। রঞ্জিতকুমার দাস বলেন, আগামী নির্বাচনে এই উপত্যকা থেকেই বিজেপির জয়যাত্রা শুরু হবে। উপত্যকার তিন জেলার ১৫টি আসনের মধ্যে ১২টিতে দলীয় প্রার্থীর জয় নিশ্চিত বলে দাবি করেন বক্তা। দলের বিজয়যাত্রা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে দাবি করে তিনি বিটিআর এবং তিওয়া স্বশাসিত পরিষদ নির্বাচনে বিজেপির ব্যাপক সফলতার প্রসঙ্গও টেনে আনেন।

প্রদেশ সভাপতি বলেন, বিজেপি সংগঠনের উপর নির্ভরশীল দল। সংগঠন ভিত্তিক দলে সবাই একত্রে কাজ করছেন বলেই একের পর এক সাফল্য মিলছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কার্যকর্তা, বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রীদের স্বাগত জানিয়ে প্রদেশ সভাপতি বলেন, রাজ্যে বিদ্যমান তিন লক্ষ ২০ হাজার পৃষ্ঠাপ্রমুখের অবদান অনস্বীকার্য। বলেন, এখানে কেউ কারও অধীনে কাজ করেন না। সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা থেকে শুরু করে বুথ সভাপতি পর্যন্ত একে অন্যের পরিপূরক। সবাইকে মিলেই দলকে মজবুত করতে হবে। সরকার গঠন করতে মিশন একশো প্লাসকে সফল করতে হবে।

সর্বানন্দ সনোয়ালকে একজন সফল মুখ্যমন্ত্রী আখ্যা দিয়ে রঞ্জিত বলেন, বরাকের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর অন্তরে আলাদা জায়গা রয়েছে। যার দরুন এখন পর্যন্ত সর্বানন্দ সনোয়াল ২৫ বার বরাক সফর করেছেন। বলেন, তিনি নিজেও ২৭ বার বরাক উপত্যেকা সফর করে ফেলেছেন। বরাক ব্রহ্মপুত্র সব এক, উল্লেখ করে বলেন, এই সরকারের আমলে উন্নয়নের ঘোড়া ছুটেই চলেছে।

আজকের উদ্বোধনী সভায় স্বাগত ভাষণ দেন করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। তিনি অভ্যাগতদের স্বাগত জানানোর পাশাপাশি আজ দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে বলে জানান। দলের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে বতর্মান পর্যন্ত দলের অবস্থান তুলে ধরেন তিনি। এদিন মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, দলের ক্ষেত্র (উত্তর-পূর্বাঞ্চল) সাংগঠনিক সম্পাদক অজয় জামোয়াল, অসম প্রদেশ সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা, সাংসদ তপন গগৈ, সাংসদ ড় রাজদীপ রায়, সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য প্রমুখ বহুজন উপস্থিত ছিলেন।

সভামঞ্চে তাঁদের সকলকে সংবর্ধনা জানান মিশনরঞ্জন দাস, সুব্রত ভট্টাচার্য, বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, কৃপানাথ মালাহ, কৃষ্ণেন্দু পাল, বিজয় মালাকার, শিপ্রা গুণ, মূন স্বর্ণকার, সুধাংশু দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রদীপ প্রজ্বলনের পাশাপাশি উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশিত হয়। গোটা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়।

কৃষক আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে বামপন্থীরা : সম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.): দিল্লির সীমান্তে কৃষক বিক্ষোভ নিয়ে বামপন্থী দলগুলোর বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন বিজেপি মুখপত্র সম্বিত পাত্র। তিনি জানিয়েছেন কৃষকদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে কয়েকটি বামপন্থী দল রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করে চলেছে। বামপন্থীদের মতো দ্বিচারিতা ভরা দল আর দ্বিতীয়টি নেই।

রাজধানী দিল্লিতে বিজেপির সদর কার্যালয় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সম্বিত পাত্র জানিয়েছেন, দ্বিচারিতা সমস্ত সীমা পার করে ফেলেছে বামপন্থী দলগুলো। এরা নিজেরা কৃষকদের ওপর অত্যাচার করেছিল। আর এখন তাদের হিতৈষী হওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকার কৃষকদের অন্নদাতা ও ভগবান হিসেবে দেখে। আজ দেখা গিয়েছে বহু কৃষক সংগঠন নতুন কৃষি আইনের পক্ষে নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে প্রধানমন্ত্রী প্রতি নিজেদের কৃতজ্ঞতা করেছেন তারা। বামপন্থীরা কৃষক আন্দোলনকে হাইজ্যাক করে নিয়েছে। এপিএমসি নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ১৯৯৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরার বামপন্থী সরকার ছিল। এই পঁচিশ বছরে কোনো রকমের ফসলের উপর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ছিল না। ত্রিপুরা একমাত্র এমন রাজ্য ছিল যেখানে এ পি এম সি ছিল না। কিন্তু এই বামপন্থীরা এখন কৃষকদের হিতৈষী সাজার চেষ্টা করছে।

চৌধুরী চরণ সিংকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.): দিল্লির সীমান্তে কৃষি আন্দোলনের মধ্যেই দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিং এর ১১৮ তম জন্মজয়ন্তী কিষান দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিংবদন্তী নেতা চৌধুরী চরণ সিং এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। বুধবার নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, সারা জীবন ধরে চৌধুরী চরণ সিং গ্রাম এবং কৃষকদের উন্নয়নকল্পে সমর্পিত ছিলেন। এর জন্য জাতির কাছে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। চৌধুরী চরণ সিংহ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা রইল।

উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতের কৃষকদের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে নিরলস পরিশ্রম করে গিয়েছিলেন চৌধুরী চরণ সিং। সেই জন্য তার জন্মদিনটিকে দেশ জুড়ে জাতীয় কৃষক দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। যদিও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময় কৃষক দিবস পালন করা হয়।

কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি ভারতীয় কিষান ইউনিয়ন

নয়াদিল্লি,২৩ ডিসেম্বর (হি. স.): আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে। বুধবার একথা জানিয়েছেন ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের মুখপাত্র রাকেশ টিকিয়াইত। পাশাপাশি তিনি এও জানিয়েছেন কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠকে বসতে রাজি তার সংগঠন। ২৮ দিন ধরে দিল্লি সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে কৃষকদের বিক্ষোভ চলছে।

এমন পরিস্থিতিতে বুধবার রাকেশ টিকিয়াইত জানিয়েছেন, অবিলম্বে কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হবে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে। সরকার যদি কথা বলতে চায় তবে আমরা তৈরি। সরকার চাইছে আইন সংশোধন করতে। কিন্তু আমাদের দাবি কৃষি আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। যদিও সরকারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হবে না, তা সংশোধন করা হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে এদিন দিল্লি- গাজীপুর সীমান্তে প্রতিবাদে সরব হয়ে ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের কৃষকরা যজ্ঞ করেছে

নেতাজী-স্মরণে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে স্বাগত বুদ্ধীজীবী মহলের

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী স্মরণীয় করে রাখতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষণায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বাংলার প্রতিষ্ঠিত অনেকে। তাঁরা মনে করছেন, প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে নেতাজী-বিষয়ক আগ্রহ বাড়বে। উল্লেখ্য, কেন্দ্র নেতাজী-চর্চার জন্য একটি কমিটি তৈরির পাশাপাশি কলকাতায় ঐতিহাসিক সৌধ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে একটি স্থায়ী প্রদর্শনীর পাশাপাশি লাইট অ্যান্ড সাউন্ড অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছে। আগামী ২৩ জানুয়ারি নেতাজীর জন্মের ১২৪ বছর পূর্ণ হচ্ছে। বর্ষব্যাপী আয়োজনের পরিকল্পনার দাবি উঠছে নানা মহলে।

বসু পরিবারের সদস্য তথা বিজেপি রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সহ সভাপতি চন্দ্রকুমার বসু এই প্রতিবেদককে জানান, "প্রধানমন্ত্রীর এই পদক্ষেপকে অবশ্যই স্বাগত জানাই। কেউ যদি মনে করেন এটা আগামী নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে নিছক রাজনৈতিক ঘোষনা, তাহলে ভুল করবেন। কারণ, ২০১৮-র ২১ অক্টোবর লালকেল্লায় নেতাজি সংগ্রহশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন স্বয়ং মোদীজী। গত ২৩ জানুয়ারি তিনি সেটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন। '১৮-র ৩০ ডিসেম্বর আন্দামানে রস আইল্যান্ডের নামকরণ করেন নেতাজী দ্বীপ হিসাবে। আরও দুটি দ্বীপকে চিহ্নিত করেন শহিদ আর স্বরাজ দ্বীপ হিসাবে।"

চন্দ্রবাবু বলেন, "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাংলার বিপ্লবীরা যথাযোগ্য মর্যাদা পাননি। এ কারণে ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ এই ক'বছরের ইতিহাস নতুন করে লেখার পরিকল্পনাতেও প্রধানমন্ত্রী মোদী সায় দিয়েছেন। কিন্তু এখনও তা কার্যকরী হয়নি। আশা করছি প্রধানমন্ত্রী নেতাজী-বিষয়ক যে কমিটি করবেন, তাতে আমিও থাকব। এই ইতিহাস প্রকাশ এবং স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব দেব।"

বরিষ্ঠ শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস এই প্রতিবেদককে জানান, "এই শুভ উদ্যোগের জন্য কেন্দ্র সরকারকে অভিনন্দন জানাই। এই সরকার স্বীকার করেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী! বাঙ্গালী হিসাবে এই সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করছি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মের একশ পঁচিশ বছর পালনের বছরটি যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে পালন করার এই উদ্যোগকে সমর্থন করবেন পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের সমস্ত নাগরিক। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তরাধিকার একটি পরিবারের কুক্ষিগত ছিল এতদিন। বর্তমান সরকার তা করছেন না। অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। কৃতজ্ঞতা জানাই।"

বিজেপি-র মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এই প্রতিবেদককে জানান, "নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আপামর ভারতবর্ষের জনগণের কাছে হৃদয়ের অন্তরালে অভিষ্ঠিত দেশনায়ক। স্বাধীনতার পর থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে উনি ও ওনার কৃতিত্ব ও কর্মকান্ড উপেক্ষিত এবং তাঁকে কখনোই তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয়নি। ভারতবর্ষের মানুষের মনে ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ চোখে চোখ ফেলে লড়েছিল, তারাও আজ ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তক থেকে হারিয়ে গেছে কোথাও।"

"ব্যাক্তি স্বার্থের উর্ধে গিয়ে রাষ্ট্র স্বার্থে জীবন দিতে লাগে সাহস এবং তার ও আগে লাগে সেই সাহস কে জাগিয়ে রাখার দর্শন...। নেতাজির জীবন ও তার কর্মের অনেকটা অংশই উনাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ...। এই দুই মানুষের দর্শন ও আদর্শের মেল বন্ধন একটি শক্তিশালী সমাজ গঠন করার জন্য যথেষ্ট...। নব বাংলার ভবিষ্যত গড়ার জন্য আমি ব্যাক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর লেখা ও দর্শন পাঠ্যক্রমে বাধ্যতামূলক করা দরকার। নেতাজীর ১২৫ জন্মজয়ন্তী গোটা দেশ জুড়ে উদযাপন করার যে উদ্যোগ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে জানাই কুর্ণিশ... ভারতবাসিরা এবং বাঙালিরা কৃতজ্ঞ থাকবে তাঁর এই মহানুভবতার জন্য... জয় হিন্দ...।"

ছয়ের পাতায়

উপাসনা মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক বিতর্কের জবাব উপাচার্যর

শান্তিনিকেতন, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : মর্যাদার সাথে সকাল ৫-৩০ মিনিটে গৌর প্রাঙ্গণে বৈতালিক, ৬ টায় শান্তি নিকেতন গৃহে সানাই, ৭-৩০ টায় ছাতিম তলায় উপাসনার মধ্যে দিয়ে তিন দিনের পৌষ উৎসবের সূচনা হলো বিশ্ব ভারতীতে। তবে ব্রহ্ম উপাসনার মঞ্চকে রাজনৈতিক বিতর্কের জবাব দিতে ব্যবহার করলেন উপাচার্য। নাম না করে তৃণমূল জেলা সভাপতির তোলা বিতর্কের জবাব দিলেন, বলে অনেকের দাবি।

২০ ডিসেম্বর অমিত শাহর বিশ্ব ভারতী পরিদর্শন উপলক্ষে বিবেকানন্দ সরণী নাম করণ করা প্রসঙ্গে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, বিশ্ব ভারতীর রাস্তার নামকরণ কোন পল্লী, প্রকৃতি, সাহিত্য বা ঠাকুর পরিবারের নামে হয়ে থাকে। সেখানে বিবেকানন্দর নামে সরণীর নাম কি করে হয়। রামকৃষ্ণ মিশনে রবীন্দ্রনাথের নামে রাস্তার নামকরণ কী হয়? এমন প্রশ্ন ছুঁড়েছিলেন উপাচার্যের দিকে। বুধবার সেই প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বলেন, বিবেকানন্দ এসেছিলেন মহর্ষির কাছে। মহর্ষি খুব ধুমধাম করে সম্বর্ধনা দেন বিবেকানন্দকে। আমি বলতে চাই, ঠাকুর পরিবারের সাথে তাঁর সংযোগ আত্মিক। আমরা খুশি হয়েছি যে, বিশ্ব ভারতীর একটি রাস্তার নাম বিবেকানন্দের নামে করতে পেরেছি। ১২ জানুয়ারি ধুমধাম সহকারে বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন হবে। এবার সংবাদ মাধ্যমের প্রবেশ নিষেধ ছিল বিশ্ব ভারতীতে। নিষেধাজ্ঞা ছিল ছবি তোলার।

বিশ্ব ভারতী সূত্রে জানা গেছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বীপেন্দ্র নাথ ঠাকুরের বন্ধুত্ব ছিল। সেই সুবাদেই মহর্ষির সংস্পর্শে আসেন তিনি। বিবেকানন্দের সঙ্গীত কল্প তরুতে ১২ টি গান সঙ্কলিত আছে। ১৮৯৯ সালের ৩০ জানুয়ারি মাঘোৎসবে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়। সেখানেও রবীন্দ্রনাথ দুটি গান গেয়ে ছিলেন। বিবেকানন্দের মৃত্যুর শোক সভায় সভাপতিত্ব করেন কবি। জাপানের বিখ্যাত কবি ওকাকুরা বিবেকানন্দের কাছে গেলে, তিনি তাঁকে রবীন্দ্রনাথের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন। অন্যদিকে, একইভাবে রবীন্দ্রনাথও বলেন, ভারতবর্ষকে জানতে হলে বিবেকানন্দ পড়ুন।

ছাতিম তলায় উপাসনার মঞ্চে রাজনৈতিক প্রশ্নের জবাবের মতো, আরো এক বিতর্কের জন্ম দেয় শান্তি নিকেতনে। এবারক্যাম্পাসের বাইরে সারতে হয় আশ্রমিক সংঘের যাবতীয় অনুষ্ঠান। অভিযোগ, বিশ্বভারতীর আর্থিক 'অসহযোগিতা'য় পৌষউৎসবে অংশ নিতে পারলো না শতাব্দী প্রাচীন এই আশ্রমিক সংঘ। এই সংগঠন রেজিস্টার্ড সংগঠন হওয়ায় তাদের অনুষ্ঠানও এতদিন ট্রাস্টের আর্থিক আনুকূল্যেই হত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়কাল থেকে এই আশ্রমিক সংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থেকেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অনটনের সময়েও এই সংঘের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের ঐতিহ্য আছে, বলে সূত্রের খবর। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে আম্রকুঞ্জে আশ্রমিক সংঘ বাৎসরিক স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান করতে পারে নি।

আশ্রমিক সংঘকে জানানো হয় যে লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠান করার জন্য তাদেরকে হল ভাড়া ও গাড়ি ভাড়া বাবদ ৫০০০টাকা দিতে হবে। বিশ্ব ভারতীর আম্রকুঞ্জে বসে এই অনুষ্ঠান করলে ভাড়া গুনতে হবে। ভবিষ্যতেও একই নিয়ম বলবৎ থাকবে বলে জানানো হয়। এদিন তারা রতনপল্লীতে এই অনুষ্ঠনের আয়োজন করেন।

আশ্রমিক সংঘের পাশাপাশি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ব্রাত্য করেছে মহিলা সংগঠন আলাপিনী সমিতির অনুষ্ঠানকে। তাদের ব্যবহৃত ঘরটি ছেড়ে দেওয়ার জন্যও নির্দেশ দিয়েছে বিশ্বভারতী।

বুধবার আগরতলায় ডুকি এলাকায় সবজি পরিদর্শনে যান উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

সালমানের জীবনের সবচেয়ে সস্তা কাজ

লকডাউন, তাই বলে মোটেও কাজকর্ম শিকেয় তুলে রাখেননি সালমান খান। পানভেলে নিজের ফার্ম হাউসেই শুটিং সেরে ফেললেন তিনি। আর সঙ্গী, শ্রীলঙ্কান বলিউড তারকা জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। তাঁরা দুজনে মিলে ''তেরে বিনা'' শিরোনামের গানের মিউজিক ভিডিও বানিয়েছেন। সেটি মুক্তি পেয়েছে আজ। সালমানের ইউটিউব চ্যানেল থেকে মাত্র তিন ঘণ্টায় সালমান-জ্যাকুলিনের এই গান দেখা হয়েছে পাঁচ লাখের বেশিবার।

লকডাউনের শুরুতেই সালমান তাঁর পরিবারের কিছু সদস্য এবং বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে মুম্বাই থেকে দূরে পানভেলে তাঁর ফার্ম হাউসে চলে গেছেন।ইন্ডাস্ট্রির বন্ধু বলতে তাঁর সঙ্গে আছেন মডেল ও অভিনয়শিল্পী ওয়ালুচকা ডিসুজা, ইউলিয়া ভান্তুর এবং জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। সঙ্গে নায়িকা জ্যাকুলিন আর ক্যামেরাম্যান বন্ধুও আছে। আর কী চাই? তাই লকডাউনের পুরোপুরি ফায়দা ওঠালেন বলিউডের ভাইজান। ফার্ম হাউসে হাসি—মজা করতে করতে সালমান দুটো গানের শুটিং সেরে ফেললেন। আর নায়িকা হলেন জ্যাকুলিন। খুব কম খরচে মাত্র তিনজনের সাহায্যে সালমান গান দুটির শুটিং করেন। সালমানের ''তেরে বিনা'' গানটিতে সুর দিয়েছেন বন্ধু অজয় ভাটিয়া। অজয় এই বলিউড সুপারস্টারের বিল্ডিং গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা।সালমান-জ্যাকুলিন আর ক্যামেরাম্যানএই তিন ব্যক্তি গানটির শুটিং করেছেন। ভাইজানের কথায় এটা নাকি তাঁর জীবনের সবচেয়ে সস্তা কাজ। এত কম খরচে যে পুরো গানের মিউজিক ভিডিওর শুটিং হতে পারে, তা সালমান কল্পনাও করেননি বলে জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, গানটিতে ফার্ম হাউসের বেশি অংশ দেখানো হয়নি। কারণ, এটি তাঁর বাড়ি। তিনি মানুষকে তাঁর থাকার ঘর আর সম্পত্তি দেখাতে চান না।আর ফার্ম হাউসের কোন কোন অংশ দেখানো হবে, তা আগে থেকেই ঠিক করেন এই বলিউড তারকা। গান দুটির শুটিংয়ের সময় সালমান-জ্যাকুলিন কোনো প্রসাধন ব্যবহার করেননি। তবে শুটিং চলাকালীন প্রযুক্তিগত সমস্যার কথাও বলেছেন ভাইজান। তিনি বলেছেন যে ইন্টারনেটের গতি খুব ধীর ছিল। আর ওয়াই—ফাই কাজ করছিল না। তাই তাঁদের শুটিং করতে ২৪ ঘণ্টা সময় লেগে যায়।সালমানের ফার্ম হাউস কেমন, তা একঝলক দেখতে আপনি গানটি দেখে ফেলতেই পারেন। এই গানে সালমান আর জ্যাকুলিন মোটরবাইকে চড়ে ঘুরেছেন, পুলে সাঁতার কেটেছেন। জ্যাকুলিন নাকি এই গানের শুটিংয়ে সত্যি সত্যি ছবি এঁকেছেন। খোলা আকাশের নিচে তিনি পানভেলের খোলা মাঠে সেই আকাশেরই ছবি এঁকেছেন। মোমের আলোয় পানীয় খাচ্ছেন। এই গানে অংশ নিয়েছে সালমানের ফার্ম হাউসের পোষা ঘোড়ারাও। সালমান ও জ্যাকুলিনের সন্তানের ভূমিকায় একটা মেয়েকেও দেখা গেছে তাঁদের সন্তানের

শ্রদ্ধার পছন্দ ডাল আর সবজির বিরিয়ানি

প্রতিবছর ভারতের একটি প্রাণিকল্যাণ সংস্থা থেকে দুজন তারকাকে সেরা আবেদনময়ী হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। এ বছর এই সংস্থা নিরামিষভোজীদের মধ্যে সেরা আবেদনময়ী নায়িকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন শ্রদ্ধা কাপুরকে। শ্রদ্ধা নিজে প্রাণিপ্রেমী। কয়েকটি প্রাণী সংস্থার হয়ে কাজও করছেন তিনি। শ্রদ্ধা দীর্ঘদিন ধরেই মাংসকে 'না' বলেছেন। খাওয়াদাওয়ায় নিরামিষকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন তিনি। কুকুর—বিড়ালের অধিকার রক্ষাবিষয়ক ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবেও তাঁর নামডাক আছে। শুধু তা—ই নয়, শ্রদ্ধা অন্যদেরও নিরামিষাশী হতে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি জানান, তাঁর মতো সুন্দর চেহারা আর শরীরের অধিকারী হওয়ার জন্য নাকি নিরামিষাশী হওয়ার বিকল্প নেই। শুটিংয়ে গেলেও শ্রদ্ধা ঘর থেকে খাবার নিয়ে যান। কখনো বাইরের খাবার খান না। তাঁর পছন্দ ডাল আর সবজির বিরিয়ানি।এ বছর শ্রদ্ধা কাপুরের উল্লেখযোগ্য দুটি ছবি হলো স্ট্রিট ড্যান্সার থ্রিডি ও বাঘি থ্রি। নতুন স্বাভাবিকে নতুন সিনেমা নিয়ে খুব একটা আলোচনা শোনা যায়নি। তবে রণবীর কাপুরের সঙ্গে লাভ রঞ্জনের নাম ঠিক না হওয়া একটি ছবিতে তাঁকে দেখা যেতে পারে।

সেই ভাগ্যশ্রী এখন কেমন আছেন

১৯৮৯ সালে দেশে চলছিল ভিসিআরের দাপট। ঘরে ঘরে ভিসিপিতে বলিউড সিনেমা। সে বছর সাড়া ফেলে দিল বলিউডের 'ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া' ছবিটি। এ ছবির হাত ধরে এল নব্বইয়ের রোমান্টিক ছবির যুগ, দুই নতুন মুখ, সালমান খান ও সারল্যভরা মিষ্টি মেয়ে ভাগ্যশ্রী। প্রথম ছবিতেই ভাগ্য তাঁকে সমর্থন করল। তোলপাড় উঠল গোটা ভারত, এমনকি বাংলাদেশেও। সালমান খান এখনো বলিউডের দাপুটে তারকা। তবে সিনেমায় আর নিয়মিত হননি ভাগ্যশ্রী। অল্প কদিন ছোট পর্দায় কাজ করেছিলেন তিনি। পরে বিদায় জানান রঙিন এ দুনিয়াকে। হয়ে যান সংসারী।

পর্দায় নেই, বিনোদন জগতের তেমন কোনো খবরেও নেই। তাই ভাগ্যশ্রীর খবর নিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোয় ঢুকি। পেয়েও যাই। সেখানে তিনি বেশ সক্রিয়, উজ্জ্বল। এই তো দুই দিন আগে মা দিবসে মায়ের সঙ্গে বেশ কিছু ছবি দিয়েছেন। গতকাল সোমবার দুপুরে দিলেন টমেটো আর বেশি করে পেঁয়াজ দিয়ে মশুর ডাল রান্নার বিশেষ রেসিপি, ভিডিও আকারে। ছবি, ভিডিও দেখে মনে হয় ভাগ্যশ্রী যেন আজও ১৯৮৯-এর সুমনের মতোই সরল, কিশোরী! এ ছাড়া অসংখ্য ছবিতে মিলল বর্তমানের ভাগ্যশ্রীকে। মিলেছে ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমকে দেওয়া বিভিন্ন সাক্ষাৎকার। নতুন, পুরাতন ছবি ও সাক্ষাৎকার স্মৃতিকাতর করছে ভক্তদের। নানা মন্তব্য সেখানে। ৫০ পেরিয়েছেন। তবে সেটি তার জন্য শুধু সংখ্যা মাত্র। নানা সময়ে দেওয়া তার ফেসবুক পেজে এবং ইনস্টাগ্রামে দেখা যায় তাঁর শরীরচর্চার ভিডিও। রান্নার ছবি, ভিডিও দিচ্ছেন।

মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলির এক রাজপরিবারে ভাগ্যশ্রীর জন্ম। তিন ভাইবোনের মধ্যে তিনিই বড়। বয়স এখন ৫০ পেরিয়েছে। তবে ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামে পাওয়া যায় এক তরুণ ভাগ্যশ্রীকে। দেখা যায় শরীরচর্চা করছেন, নয়তো হাসিমুখে রান্না। স্বামী-সন্তান নিয়ে বেশ সুখেই আছেন তিনি। ভাগ্যশ্রীর মেয়ে অবন্তিকা ও ছেলে অভিমন্যু। ছেলেটা অভিনয় করতে চায়। তারুণ্য ধরে রাখার জন্য শরীরচর্চা থেকে শুরু করে যা যা প্রয়োজন, সবই করছেন তিনি। যথেষ্ট ফ্যাশন—সচেতনও।

চলচ্চিত্র থেকে সরে যাওয়ায় কিছুটা হতাশ মনে হয় তাঁকে। এক ভিডিও বার্তায় বলেছিলেন, অভিনয়টা চালিয়ে গেলে জীবনটা হয়তো অন্য রকম হতো। একবার যখন ভেবেছিলেন ফিরবেন, তত দিনে বলিউড অনেক বদলে গেছে। বোম্বে হয়ে গেছে মুম্বাই। হতাশার ছায়া পড়েছিল সংসারেও। দেড় বছর স্বামীর কাছ থেকে আলাদা ছিলেন তিনি।

কী হয়েছিল? তিনি বলেন, 'দোটানায় ভুগতে ভুগতে একসময় মানসিক অবসাদ জড়িয়ে ধরেছিল আমাকে। ভাবতাম, হিমালয় জীবনে না এলে কী এমন ক্ষতি হতো! লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনে দিব্যি কাটত। পরে অন্য কাউকে বিয়ে করলে এত অসফল হতাম না। সেসব মনে পড়লে আজও খারাপ লাগে।'

সালমান খানের সঙ্গে এখনো মাঝেমধ্যে যোগাযোগ হয় ভাগ্যশ্রীর। জন্মদিনে হয় শুভেচ্ছা বিনিময়। কোনো অনুষ্ঠানে দেখা হলে কথা হয়। তাঁর সঙ্গে আর ছবি করা হয়নি। প্রস্তাব এলেও পর্দায় সালমানের প্রেমিকা হিসেবে দর্শক তাঁকে মানবেন না। তাই আর নায়কের ভাবি হতে চাননি ভাগ্যশ্রী।

'ম্যায়নে পেয়ার কিয়া' রিমেক হলে নিজের জায়গায় কাকে দেখতে চাইবেন? আলিয়া ভাটকে। 'উড়তা পাঞ্জাব'-এ আলিয়ার অভিনয় খুব ভালো লেগেছিল তাঁর। আর সালমানের জায়গায় রণবীর সিং বা কাপুরকে। দুই রণবীরেরও প্রশংসা করেছেন তিনি।প্রথম ছবির সাফল্যের পর বড় বড় প্রযোজক যোগাযোগ করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। তিনি জানিয়েছিলেন, স্বামী হিমালয় দাসানিকে নায়ক করলেই ছবি করবেন। বেচারা হিমালয়ও স্ত্রীর সঙ্গে পর্দায় অন্য পুরুষকে দেখতে রাজি ছিলেন না। ফলাফল, একজন ভাগ্যশ্রী হারাল বলিউড।

লকডাউনের বাইরে কী করছেন রাকুল!

একটি ভিডিও ভাইরাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বলিউড তারকা রাকুল প্রীত হাতে ওষুধজাতীয় কিছু নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে উৎসুক ভক্তরা জানতে চেয়েছেন, লকডাউনের এমন সময়ে বাইরে কী করছেন রাকুল! একজন আবার লিখেছেন, ''তিনি কী ''জরুরি অবস্থায়'' নিজেই মদ কিনতে বেরিয়েছিলেন?'' কিছু মানুষ আবার এই বক্তব্যে সমর্থনও জানিয়েছেন।

এসবে বেজায় খেপেছেন ২৯ বছর বয়সী রাকুল প্রীত সিং। টুইটারের ওই মন্তব্য শেয়ার করে ফোড়ন কেটে লিখেছেন, ''ওয়াও, নতুন জ্ঞান পেলাম। ওষুধের দোকানে যে মাদকদ্রব্য কেনাবেচা হয়, তা তো আগে জানা ছিল না।''

রাকুল জানান, তিনি ওষুধ কিনতে গিয়েছিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাকুল ক্রমাগত মানুষকে ঘরে থাকতে বলছেন। একেবারে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হতে নিষেধ করছেন। তিনি মুম্বাইয়ে নিজের বাসায় থেকে রান্না করছেন, ব্যায়াম করছেন। অন্যদিকে তাঁর পরিবার থাকে দিল্লির গুরুগ্রামে। সেখান থেকে তাঁর পরিবার রান্না করে বিলিয়ে দিচ্ছে কাজ হারানো, অসহায়, নিঃস্ব পরিবারের মধ্যে।

কেবল হিন্দি ভাষায় নয়, দক্ষিণ ভারতীয় তেলেগু, তামিল ও কন্নড় ভাষার অসংখ্য ছবিতেও দেখা দিয়েছেন রাকুল। সামাজিক কাজেও যুক্ত আছেন। ভারতের সামাজিক আন্দোলন ''বেটি বাঁচাও'' প্রোগ্রামের শুভেচ্ছাদূত তিনি। ২০১৪ সালে ইয়ারিয়া ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক ঘটে তাঁর। ২০২১ সালে তাঁকে দেখা যাবে থ্যাঙ্ক গড ছবিতে।

রিচার্ডের স্মরণে লেননের খোলা চিঠি

৮৭ বছর বয়সে কিংবদন্তি মার্কিন গায়ক ও গীতিকার লিটল রিচার্ডের সুর থেমে গেল শুক্রবার। বিটলস, দ্য রোলিং স্টোনস, বো ডিডলে এভারলি ব্রাদার্স, এলভিস প্রিসলি, এলটন জন, মিক জ্যাগার, ডেভিড বোওয়ি, রড স্টুয়ার্টসহ বিশ্ববিখ্যাত সংগীতশিল্পীরা তাঁকে দিয়ে প্রভাবিত। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বসংগীতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একের পর এক ভেসে উঠছে রিচার্ডের মৃত্যুতে তাঁকে

নিয়ে স্মৃতিকথা আর শোকগাথা।বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ গায়ক, গীতিকার ও বিশ্বশান্তির কর্মী জন লেনন তাঁর ''লং টল স্যালি'' গানের ভিডিওর সঙ্গে লেখেন, ''লিটল রিচার্ড সর্বকালের সেরাদের একজন। আমার এক বন্ধু একবার হল্যান্ড থেকে একটা গানের টেপ নিয়ে এল। এর এক পাশে বাজে লং টল স্যালি। আর আরেক পাশে স্লিপিং অ্যান্ড স্লিডিং। আমি পাগল হয়ে গেলাম। সবচেয়ে ভালো লাগত, কোনো একক গান শুরুর আগে রিচার্ড যেই চিৎকারটা করতেন। কী ভালো স্যাক্সেস বাজাতেন! এক জীবনে একবারই এমন শিল্পীর দেখা মেলে। আমার মনে আছে, হামবুর্গের স্টার ক্লাবে তিনি গাইতেন। গান শুরুর আগে স্টেজের পেছনে বাইবেল পড়তেন। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। বিটলসের ম্যানেজার ব্রায়ান এপসটেইন তাঁকে গাইতে এনেছিলেন। আমরা বিটলসের সদস্যরা রিচার্ডের সাজঘরে গিয়ে বসে থাকতাম। আশপাশ দিয়ে ঘুরঘুর করতাম।

সেই সময় রিচার্ড যে আমাদের কত খাইয়েছেন। পল ম্যাককার্টনি তো বলত, "ও রিচার্ড, আমি আপনার মতো হতে চাই। আমি আপনাকে একবার স্পর্শ করতে চাই।" ১৯৬৪ সালে আমরা যখন যুক্তরাষ্ট্রে গেলাম, আমাদের আইডল ছিলেন চাক বেরি, বো ডিডলে আর অবশ্যই লিটল রিচার্ড। তিনি আমাদের অনেকটা পথ দেখিয়েছেন। সৃষ্টিকর্তা লিটল রিচার্ডকে সুখে রাখুন। তিনি ছিলেন আমাদের প্রত্যেকের জীবনের হিরোদের একজন।"

দুজনের বন্ধুর মতো সম্পর্ক

সম্পর্কে কারিনা কাপুর সারা আলী খানের বাবার স্ত্রী, যাকে বলে সৎমা। কিন্তু এই দুজনের সম্পর্কে মা-মেয়ে কম, বন্ধু বেশি। কারিনা কাপুরের শোতে এসেছিলেন ২৪ বছর বয়সী সারা। সেখানে কারিনা কাপুর সারা আলী খান ও তাঁর ভাই ইব্রাহীম আলী খানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কারিনা একাধিকবার বলেন, তৈমুরের মতোই তাঁরা দুজনেই কারিনার পরিবারের অংশ। তাঁরা দুজনই শিক্ষায়, রুচিতে, জ্ঞানে, গুণে, আচরণে সব দিক থেকে পতৌদি পরিবারের ঐতিহ্য বহন করছে। আর তাঁদের নিয়ে কারিনার অনেক গর্ব।কারিনা বলেন, ২০১৪ সালে সারা যখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যায়, তখন সাইফ আলী খানের মতো কারিনারও মন খারাপ হয়েছিল। কারিনা সারাকে বলেন, ''তোমরা দুজনই তোমাদের বাবার হৃদয়ের খুব কাছের। তাই তুমি যখন মুম্বাই থেকে নিউইয়র্ক গেলে, তোমার বাবার খুব মন খারাপ। সাইফ খুবই ঘরকুনো। ও পরিবারের সবাইকে নিয়ে থাকতে ভালোবাসে। পরিবারের সব সদস্য একসঙ্গে বসে খায় আর গল্প করে, একটা ইরানি যৌথ পরিবারের মতো, সেটিই সাইফের সবচেয়ে প্রিয় সময়। শুধু সাইফ কেন, তুমি যাবার সময় আমারও মন খারাপ হয়েছিল।''অন্যদিকে সারা আলী খানও দারুণ ''বেবো''ভক্ত। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সারা ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর পড়াশোনা করেন। ভালো ছাত্রী হলেও চোখ ছিল বলিউডে। তাই চার বছরের কোর্স তিন বছরেই সম্পন্ন করেন। আর এক বছর চার মাস লেগেছে ওজন ঝরিয়ে একেবারে ফিটফাট হতে। সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে তারপরই দেশে ফিরে বলিউডে পা রাখেন তিনি।

প্রকৃতি বাঁচাতে একজোট তারকারা

জুলিয়েত বিনোশ, কেট ব্লানচেট, রবার্ট ডি নিরো, হোয়াকিন ফিনিক্স, ম্যাডোনা, রুনি মারা, পেদ্রো আলমোদোভার, আলেহান্দ্রো গঞ্জালেস ইনারিতু, অ্যাডাম ড্রাইভার, পেনেলোপে ক্রুজ, মনিকা বেলুচ্চিসহ বিশ্বের প্রথম শ্রেণির প্রায় ২০০ চলচ্চিত্র তারকা একজোট হলেন। তাঁরা সবাই সম্প্রতি একটি পিটিশনে স্বাক্ষর করে কথা দিয়েছেন, ''প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থান ভেঙে পড়ার ফলে যাতে ভবিষ্যতে কোভিড-১৯-এর মতো দুর্যোগ নেমে না আসে, সে জন্য আমরা যেন নিজেদের শুধরে নিই।''

শত শত বছর ধরে আমরা মাটি, পানি, প্রাণী, বাতাসের সঙ্গে যা করে আসছি, সেখানে আর ফিরব না'' বলে আবেদন করেছেন এই তারকারা। আর সে জন্য সবার লক্ষ্য, মূল্যবোধ আর অর্থনীতি ঢেলে সাজানোর জন্য বিশ্বনেতা আর বিশ্বের নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। এই পিটিশন লেখা হয়েছে অস্কারজয়ী ফরাসি অভিনেত্রী জুলিয়েত বিনোশ ও নৃবিজ্ঞানী আউরেলিয়েন বাররাউয়ের কলমে। গতকাল এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ফ্রান্সের জাতীয় দৈনিক লা মঁদে।

পূর্ণ পিটিশনটি শুরু করা হয়েছে এভাবে, কোভিড-১৯ মহামারি একটা ট্র্যাজেডি। কী সবচেয়ে বেশি জরুরিএই সংকটে এই প্রশ্নের উত্তর আরেকবার যাচাই করে নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। আর এটা স্পষ্ট যে কেবল এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এর কোনো সমাধান নয়। সমগ্র সিস্টেমটাই ঘুণে ধরা। যা চলছে, তা সংকটের চূড়ান্ত রূপ। সবকিছু একটা দিকেই নির্দেশ করছে, আমরা মারাত্মক হুমকির মুখে আছি। এই মহামারি শেষ হয়েও শেষ হবে না। বহুকাল ধরে বহু ক্ষেত্রে এর প্রভাব রেখে যাবে।

এরপর বলা হয়েছে, ''আমরা আমাদের বিশ্বনেতাদের আহ্বান জানাচ্ছি। আহ্বান জানাচ্ছি পৃথিবীর মানুষদের। সবাই যাতে টেকসই নয় এমন সব ধারণাকে ছুড়ে ফেলে দেয়। পুরো সিস্টেমটাকে নতুন করে ঢেলে সাজায়।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক রক্তের রাখিবন্ধনে আবদ্ধ

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৩।। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক রক্তের রাখিবন্ধনে আবদ্ধ। দুই দেশের এই সম্পর্ক কালের পরীায় উত্তীর্ণ।

বুধবার বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিদর্শন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী। পরিদর্শন শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিকদের একথা বলেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন অধিকতর উষ্ণ, সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং উন্নয়নমুখী। ভারত বাংলাদেশের বন্ধুত্ব সময়ের পরীায় উত্তীর্ণ এবং '৭১ এর রক্তের রাখিবন্ধনে আবদ্ধ। দুই দেশের সম্পর্কের সেতুবন্ধন সময়ের পরিক্রমায় দিন-দিন নবতর মাত্রায় উন্নীত হচ্ছে।

শান্তিপূর্ণভাবে দুই দেশের দীর্ঘদিনের সীমান্ত সমস্যা ছিটমহল বিনিময় তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলাদেশের সমুদ্র জয়ের মামলায় ভারত আপিল না করে বন্ধুসুলভ যে আচরণ করেছে তা সম্পর্কের সূত্রকে আরো সুদৃঢ় করেছে।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের যে সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছে তার মাধ্যমে তিস্তা সমস্যা ও অন্যান্য নদীর পানি বণ্টনের আলোচনায় ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। তিস্তার পানি বণ্টন অচিরেই হতে পারে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার ও ভারতের নরেন্দ্র মোদি সরকারের সম্পর্ক সময়ের পরীায় উত্তীর্ণ। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া থাকলে অনেক অমীমাংসিত ইস্যু সহজেই সমাধান সম্ভব, যার প্রমাণ বাংলাদেশ ও ভারত। দীর্ঘদিনের সীমান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং ছিটমহল বিনিময় দুই দেশের মধ্যকার পারস্পারিক আস্থা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ। আজকের এই সুসম্পর্কের সূচনা করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরই ধারাবাহিকতায় দু'দেশের সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরো জোরদার হবে।

তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্পিরিট। বাংলাদেশের জন্য তার আত্মত্যাগ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এদেশের জনগণ ভুলতে পারবে না।

এর আগে, সকাল ১১ টায় বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসে পৌঁছালে দলের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তাকে স্বাগত জানান।

পরে দোরাইস্বামী আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাকি বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন। এসময় আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, তথ্যমন্ত্রী ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ ও আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন, বিএম মোজাম্মেল হক, এসএম কামাল হোসেন, মির্জা আজম, এডভোকেট আফজাল হোসেন, দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া ও উপ-দফতর সম্পাদক সায়েম খান উপস্থিত ছিলেন।

২৪ ডিসেম্বর আস্থাভোটের সম্মুখিন হবেন বিটিআর-প্রধান, সুবিধাবাদী নীতির আবিষ্কারক হাগ্রামা : প্রমোদ বড়ো

কোকরাঝাড় (অসম), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিটিআর নির্বাচন এবং ইউপিপিএল-বিজেপি-জিএসপি জোট পরিষদ গঠনকে কেন্দ্র করে গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের নির্দেশিকা অনুযায়ী আগামীকাল ২৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় আস্থাভোটের সম্মুখিন হবেন প্রমোদ বড়ো। বিটিআর নির্বাচন সম্পর্কে গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে এই তথ্য দিয়েছেন সদ্যনির্বাচিত ইউপিপিএল-প্রধান প্রমোদ।

বিটিআর-এর বিদায়ী সিইএম তথা বিপিএফ-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি এবং তাঁর অন্য সঙ্গীদের দায়েরকৃত এক রিট আবেদনের ভিত্তিতে গতকাল গুয়াহাটি উচ্চ আদালত বলেছিল, আগামী ২৬ ডিসেম্বরের মধ্যে বিটিআর-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) প্রমোদ বড়ো তথা তাঁর নেতৃত্বাধীন পরিষদকে আস্থা ভোটের সম্মুখিন হতে হবে। নবগঠিত পরিষদকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের সুযোগ দিয়ে আদালত বলেছিল, আস্থা ভোটের আগে কোনও ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না পরিষদ। এছাড়া রাজ্যপাল মনোনীত পারিষদবর্গ ভোটদানে অংশ নিতে পারবেন না বলেও নির্দেশ দিয়েছিল উচ্চ আদালত। আদালত আরও বলেছিল, আস্থা ভোটের পর ভোটদানের মাধ্যমে সিইএম বাছাই করতে হবে।

আজ বুধবার সকালে কোকরাঝাড়ে বিটিআর-এর সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন প্রমোদ বড়ো। সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্চ আদালতের নির্দেশে তিনি সুখি বলে জানিয়ে আগামীকালই আস্থাভোটের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান তিনি। জানান, এদিন সকাল ১০টায় ফ্লোরটেস্টের মুখোমুখি হবেন তিনি এবং তাঁর পরিষদ। বলেন, আস্থা ভোটে ইউপিপিএল-বিজেপি-জিএসপি পরিষদের বিজয় নিশ্চিত।

এর পরই দৃঢ়তার সঙ্গে প্রমোদ বলেন, আস্থা ভোটের পর দুর্নীতিমুক্ত বিটিআর গঠনের অভিযান শুরু করবেন তিনি। বিগত ১৭ বছর বহু দুর্নীতি-ভ্রষ্টাচার সংগঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে পরিষদ গঠনের পর ২১৯ কোটি টাকার ঠিকা বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়ে তাঁর হুমকি, দুর্নীতির সঙ্গে লিপ্ত সকলকে এবার কারাগারে যেতে হবে।

প্রমোদ বলেন, গত ১৭ বছর বিপিএফ কংগ্রেস এবং বিজেপির মতো জাতীয় দলের সঙ্গে মিত্রতা করে ক্ষমতায় ছিল। অথচ এখন বলছে সকল আঞ্চলিক দলকে একত্রিত জোটবদ্ধ হওয়া দরকার। এটা কী ধরনের নীতি? প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, সুবিধাবাদী নীতি বলে রাজনীতিত কোনও নীতি নেই, সুবিধাবাদী নীতির আবিষ্কারক বিপিএফ সভাপতি হাগ্রামা মহিলারি। হাগ্রামা মহিলারি যে রাজনীতি করছেন তার মূল উদ্দেশ্য হল যেনতেনপ্রকারেণ তাঁর ক্ষমতায় থাকতে হবে এবং সঙ্গে টাকা আহরণ। তিনি বলেন, হাগ্রামা মহিলারির উদ্দেশ্য এখন আর জনতার বোঝার বাকি নেই। হাগ্রামা যে রাজনীতি করেন তাতে কোনও জাতি-জনগোষ্ঠী, মানবসম্পদ গড়া, সুস্থ ও স্বচ্ছ প্রশাসন বা অঞ্চলের কোনও স্বার্থ নেই। কেবলমাত্র একটাই স্বার্থ, ক্ষমতায় থেকে টাকা উপার্জন করতে হবে।

প্রমোদের দাবি, চিফ বা ডেপুটি চিফ হওয়ার জন্য তিনি শাসনক্ষমতায় আসেননি। বরং বিগত ১৭ বছরের প্রদূষিত রাজনীতি, প্রশাসনকে সাফাই করতে এসেছেন। সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে দুর্নীতির টাকায় একেকটি ভোট কিনে এখন হর্স ট্রেডিঙের চেষ্টা করছেন বিপিএফ-প্রধান হাগ্রামা।

১৫ শতাংশ কমিশন দাবি জঙ্গিদের, ডিমা হাসাও জেলায় রাস্তা ও দুটি আরসিসি সেতু তৈরি না করে পাততাড়ি গুটালো নির্মাণ সংস্থা

হাফলং (অসম), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : জঙ্গি সংগঠনের হুমকি পেয়ে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে সড়ক নির্মাণের কাজ না করে পাততাড়ি গুটিয়ে নিয়েছে এইচপি এসআর জয়েন্ট ভেঞ্চার নামের নির্মাণ সংস্থা। শিলচরের এই নির্মাণ সংস্থাটি ডিমা হাসাও জেলার ডিডি রোড থেকে পালাইফাহাড়ি সংযোগী রাস্তা এবং দিয়ুং নদীর ওপর দুটি আরসিসি সেতু নির্মাণের বরাত পেয়েছিল। কিন্তু জঙ্গি সংগঠনের কাছে এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ১৫ শতাংশ টাকা জঙ্গি সংগঠন দাবি করায় মাঝপথে কাজ ছেড়ে প্রকল্পস্থল থেকে সব যন্ত্রপাতি ও মেশিনারিজ নিয়ে চলে যায় এইচপি এসআর জয়েন্ট ভেঞ্চার নামের নির্মাণ সংস্থাটি।

গত ১ ডিসেম্বর একটি চিঠি লিখে পূর্ত বিভাগের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে জঙ্গিরা তাঁদের দাবি মতো কমিশনের টাকা না দিলে পরিণতি ভালো হবে না বলে হুমকি দিয়েছিল। এই হুমকি পেয়ে কাজ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে বলে নির্মাণ সংস্থার পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে ডিডি রোড থেকে পালাইফাহাড়ি সংযোগী রাস্তা এবং আরসিসি সেতু নির্মাণের কাজ বন্ধ হয়ে পড়ার দরুন গত সোমবার স্থানীয় বাসিন্দারা গুয়াহাটি-লঙ্কা-হাফলং ডিডি রোড অবরোধ করেন।

পূর্ত বিভাগের হাফলং ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এ প্রসঙ্গে জগমোহন বড়ো বলেন, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে ডিডি রোড থেকে পালাইফাহাড়ি সংযোগী রাস্তা এবং দিয়ুং নদীর উপর দুটি আরসিসি সেতু নির্মাণের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ২০১৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি এই কাজের বরাত পায় শিলচরের এইচপি এসআর জয়েন্ট ভেঞ্চার নামের নির্মাণ সংস্থা। তাদের কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমা ছিল ২০২০-এর ৩ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু বর্ষা, কোভিড-১৯ অতিমারির দরুন প্রায় সাত মাস কাজ বন্ধ ছিল।

তার পর নির্মাণ সংস্থা জঙ্গি সংগঠনের হুমকির অজুহাতে কাজ বন্ধ করে চলে যায়। বর্তমানে এই রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্মাণ সংস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। কোনও ধরনের সাড়া মেলেনি বলে জানিয়ে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বলেন, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে এএস১৮ ৫৪ প্যাকেজের ডি ডি রোড থেকে পালাইফাহাড়ি গ্রাম পর্যন্ত ৪-৬২ কিলোমিটার সংযোগী রাস্তার কাজ ৩০ শতাংশ সম্পূর্ণ হতে না হতেই জঙ্গি সংগঠনের কাছ থেকে অর্থ দাবির হুমকি পেয়ে মাঝপথেই কাজ ছেড়ে চলে যায় শিলচরের এই নির্মাণ সংস্থা। ইতিমধ্যে ওই নির্মাণ সংস্থাকে ৩ কোটি ১১ লক্ষ টাকার বিলও মিটিয়ে দিয়েছে পূর্ত বিভাগ। কিন্তু জঙ্গি সংগঠনের হুমকির ভয়ে এখন আর কাজ করতে আগ্রহী নয় এইচপি আরসি জয়েন্ট ভেঞ্চার নির্মাণ সংস্থা।

তিনি বলেন, তবে পূর্ত বিভাগ এ ব্যাপারে সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। তাছাড়া উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে কাজ অবিলম্বে শেষ করার জন্য চাপ বাড়ছে বলে জানিয়ে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জগমোহন বড়ো, বলেন, একান্তই যদি ওই নির্মাণ সংস্থা কাজ করতে রাজি না হয়, তা-হলে পূর্ত বিভাগ নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। প্রয়োজনে টেন্ডার বাতিল করে পুনরায় নতুন ভাবে টেন্ডার ডাকা হবে বলে জানিয়েছেন পূর্ত বিভাগের হাফলং ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জগমোহন বড়ো।

অসম প্রদেশ কংগ্রেসে ফের ধস, এবার পদত্যাগ এপিসিসি সম্পাদক পলাশ তামুলির

গুয়াহাটি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসম প্রদেশ কংগ্রেসে অব্যাহত দল ছাড়ার হিড়িক। এবার প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক পলাশ তামুলি দলের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে পদত্যাগ করেছেন। একদা কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই-এর সর্বভারতীয় কমিটিতে ছিলেন তিনি। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সম্পাদকের পদেও নির্বাচিত হয়েছিলেন পলাশ।

প্রদেশ কংগ্রেসে একের পর এক সিনিয়র নেতা দলত্যাগ করে অন্য দলে যোগদান করছেন। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা গোলাঘাটের কংগ্রেসি বিধায়ক অজন্তা নেওগ, সিনিয়র কংগ্রের নেতা অপূর্ব ভট্টাচার্য, লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা এবং কমল মেধির পর প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিয়েছেন যুবনেতা পলাশ তামুলি। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (এআইসিসি)-র দায়িত্ব থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, এক সময় কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই-এর সর্বভারতীয় কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত পলাশ গোলাঘাটের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী অজন্তা নেওগের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। অজন্তা দল থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর পলাশ তামুলিকে তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র গোলাঘাটে প্রার্থী করার চিন্তা করছিল প্রদেশ কংগ্রেস। অজন্তা নেওগ দল ছাড়ার পর পলাশ তামুলিকে গোলাঘাট কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করতেও এপিসিসি নেতৃত্ব নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের নির্দেশকে তুড়ি মেরে পলাশ তামুলি একেবারে দলই ছেড়ে দিয়েছেন। এতে কংগ্রেস চরম অস্বস্তিতে পড়েছে বলে দলীয় অন্দর মহলের খবর। জানা গেছে, ইতিমধ্যে পলাশ তামুলি ই-মেইলের মাধ্যমে তাঁর পদত্যাগ পত্র যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পলাশের অনুগামী-সমর্থকদের মতে, তিনিও অজন্তা নেওগের সঙ্গে শীঘ্রই বিজেপিতে যোগদান করতে পারেন। সবকিছু ঠিক থাকলে নিশ্চিতভাবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে অজন্তা নেওগ বিজেপিতে যোগদান করবেন। এর পর পলাশ তামুলিও বিজেপিতে যোগদান করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর।

বুধবার থেকে নৈশ কার্ফু জারি কর্ণাটকে

বেঙ্গালুরু, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.): ইংল্যান্ডে উৎপন্ন হওয়া নতুন ধরনের করোনা ভাইরাস নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত। বুধবার মধ্যরাত থেকে ইংল্যান্ডের সঙ্গে অস্থায়ীভাবে বাতিল করে দেওয়া হবে বিমান পরিষেবা। এমন পরিস্থিতিতে সতর্ক বিজেপি শাসিত কর্ণাটক রাজ্য। এদিন থেকে গোটা কর্ণাটকজুড়ে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে নৈশ কার্ফু।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, ইংল্যান্ডের নতুন ধরনের করোনা সংক্রমণ মিলেছে। তার থেকে রাজ্যবাসীকে রক্ষা করার জন্য নৈশ কার্ফু বলবৎ করা হল। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে সুধাকর জানিয়েছেন, বিমানবন্দর এবং জাহাজ বন্দর দিয়ে ইংল্যান্ড থেকে যারা রাজ্যে আসছে তাদের ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। বেঙ্গালুরু এবং মেঙ্গালুরু শহরে নজরদারির পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। ইংল্যান্ড থেকে যেসব যাত্রীরা আসবেন তাদেরকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আর টি - পিসিআর পদ্ধতির মাধ্যমে করোনা পরীক্ষা করা হবে। বিগত এক মাসে অর্থাৎ ২৫ নভেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৫০০ জন যাত্রী ইংল্যান্ড থেকে কর্ণাটকে এসেছে। যদিও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আন্ত:দেশীয় বিমান পরিষেবার ওপর কোনো রকমের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। ২ জানুয়ারি পর্যন্ত রাত দশটার পর কোনো রকমের অনুষ্ঠান করা যাবে না।

কৃষক আন্দোলনকারীর বেশিরভাগই পুঁজিপতি নকলি কিষাণ : নীলোৎপল

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত ঐতিহাসিক তিনটি কৃষিবিল বাতিলের নামে শুরু হয়েছে লাগাতার অপপ্রচার ও দেশবিরোধী কার্যকলাপ। পঞ্জাব এবং হরিয়ানা ভিত্তিক এই আন্দোলনে যোগদানকারীরা বেশিরভাগই পুঁজিপতি এবং পাগড়ি পরিধানকারী নকলি কিষাণ, যাঁদের অধিকাংশই কৃষি বিল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত নন। এঁদের কেউ কেউ কৃষি আন্দোলনের নামে ভারতের জাতীয় পতাকাকে পা দিয়ে পদদলিত করেছে, নাজির মহাম্মদের মত লোকরা পাগড়ি পরে মোহনপুরিয়া নামের কিষাণ সেজে আন্দোলনে শামিল হয়েছে, দিল্লিতে ইন্ডিয়া গেটের সামনে প্রকাশ্যে ট্র্যাক্টর পুড়িয়ে এরাই দেশের কৃষকদের রীতিমতো অপমান করেছে। পঞ্জাব আর হরিয়ানায় কিষাণ আন্দোলনে শামিল কিছু কৃষক নেতা শার্জিল ইমাম, ওমর খালিদ, গৌতম নভলাখা প্রভৃতি জেলবন্দি দেশদ্রোহীদের মুক্তির দাবি করছে এরা কি কিষাণ? না, এরা দেশদ্রোহী? বিজেপি কিষাণ মোর্চার প্রদেশ সভাপতি প্রফুল্ল বরা এবং রাজ্য স্তরের অন্যান্য নেতাদের পাশে বসিয়ে মঙ্গলবার রাতে করিমগঞ্জে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠক করে চড়া মেজাজে কথাগুলো বলেছেন প্রদেশ বিজেপি কিষাণ মোর্চার প্রাক্তন সভাপতি তথা মোর্চার সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সদস্য নীলোৎপল দাস।

নীলোৎপল বলেন, নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে কৃষক আন্দোলনের নামে এ ধরনের দেশবিরোধী কাজে যারা জড়িত তাদের নানাভাবে প্রলোভিত করে দেশের সরকারকে চাপে রাখার ষড়যন্ত্র করছে কংগ্রেস সহ দেশের বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ। এবং এই আন্দোলনের নামে ভারত বিরোধী শক্তিকে চাঙ্গা করতে যাবতীয় অর্থ যোগাচ্ছে পাকিস্তান, চিন সহ বিভিন্ন দেশ। এই আন্দোলনে রোজ সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা দেশের ক্ষতি হচ্ছে, যা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। নীলোৎপল দাস বলেন, কৃষিবিল যারা পড়েছেন তারা নিশ্চয়ই জ্ঞাত যে কৃষকদের সঙ্গে শুধু ফসলের অ্যাগ্রিমেন্ট হবে। কিন্তু বিরোধীরা সহজ সরল কৃষকদের ভয় দেখাচ্ছেন যে এতে নাকি বিজেপি সরকার কৃষকদের জমি ও দুগ্ধবতী গরু-মোষ কেড়ে নিতে পারে। অথচ সবাই জানেন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কৃষকদের জন্য ইতিপূর্বে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং বা চুক্তিবদ্ধ ফসল ব্যবস্থা চালু রয়েছে এবং কয়েকটি রাজ্যে কন্ট্রাক্ট ফার্মিঙের বিষয়ে আইনও জারি রয়েছে।

তিনি বলেন, বিরোধীরা বলছে, ফসলের এমএসপি অর্থাৎ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য তুলে দেওয়া হয়েছে, সেটাও সম্পূর্ণ মিথ্যা অপপ্রচার। এই কৃষি বিল অনুযায়ী এমএসপি আগের মতোই জারি থাকবে। এছাড়া আগে শুধু মান্ডি এবং খাদ্য নিগম প্রভৃতিতে চাল, গম ইত্যাদি ফসল সংগৃহীত হতো। এতে কৃষকদের মনমতো লাভ ওঠানোর সুযোগ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে এই কৃষি বিলের সুবাদে একজন কৃষক তাঁর ফসল ভারতবর্ষের যে কোনও জায়গায় বিক্রয় করার মতো স্বাধীনতা লাভ করেছেন। এছাড়া এই কৃষি বিল অনুযায়ী যে-কোনও পরিস্থিতিতে কৃষকদের জমির মালিকানা তাঁদেরই থাকবে বরং প্রয়োজন সাপেক্ষে তাঁরা ফসল চুক্তি তুলেও নিতে পারেন। যে কথাগুলি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও দেশের কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্রসিং তোমর ইতিপূর্বে আন্দোলনকারীদের পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন, সাংবাদিকদের জানান নীলোৎপল দাস।

এছাড়া এ বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা করতে যৌথ বৈঠকে আহ্বান করার পরও অজ্ঞাত কারণে আন্দলোনরত কৃষকরা দূরে রয়েছেন। দাস উপযুক্ত প্রমাণ তুলে ধরে বলেন, আজ কংগ্রেস সহ অন্য বিরোধীরা এই কৃষিবিল বাতিলের দাবি করছে। অথচ কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন তৎকালীন ইউপিএ সরকারের জামানায় এই কৃষিবিলের সুপারিশ করা হয়েছিল, আজও যার জ্বলন্ত সাক্ষী বহন করছে স্বামীনাথন কমিটির রিপোর্ট।

খেদ ব্যক্ত করে নীলোৎপল বলেন, দেশ স্বাধীনতার পর থেকেই কংগ্রেস এবং কিছু বিরোধী এভাবে বরাবরই দুমুখো নীতি অবলম্বন করে দেশের গরিব কৃষকভাইদের প্রতিশ্রুতি পর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঠকিয়ে আসছে, যা এখনও অব্যাহত। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, বিগত মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে বিধানসভা নির্বাচনের সময় কংগ্রেস নেতারা বলেছিলেন তাঁদের সরকার আসলে ১০ দিনের মধ্যে কৃষকদের ঋণ মকুব করে দেওয়া হবে। রাজ্যের ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার কি তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছে? তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন, রবার্ট ভাদরা দেশের গরিব কৃষকদের জমি অবৈধ উপায়ে করায়ত্ত করেছেন। ছয়ের পাতায়

টুকরে টুকরে গ্যাং কৃষকদের উস্কানি দিচ্ছে : নরোত্তম মিশ্র

ভোপাল, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : আন্দোলনরত কৃষকদের উস্কানি দিচ্ছে টুকরে টুকরে গ্যাং। বুধবার এমনই দাবি করেছেন বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র। এদিন ভোপালের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, মধ্যপ্রদেশে ১৫ মাস সরকারে থাকাকালীন একবারের জন্যেও কোন কৃষিক্ষেতে যাননি কমল নাথ। কখনও ট্রাক্টর চালানোর অভিজ্ঞতা নেই তার। এমনকি রাহুল গান্ধীর ট্রাক্টর এর মধ্যে সোফা বসিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। রাহুল গান্ধীর এই ধারণাটা নেই আলু জমির উপরে বোনা হয় না জমির নিচে। নতুন কৃষি আইনকে যে কালা আইন বলা হচ্ছে। এতে কালোটা কোথায়? কেউ কখনো কৃষি আইনের নেতিবাচক দিক তুলে ধরতে পারবে না। টুকরে টুকরে গ্যাং উস্কানি দিয়ে কৃষকদেরকে বিভ্রান্ত করছে। উল্লেখ করা যেতে পারে দিল্লি সীমান্তে কৃষক আন্দোলন ২৮ দিনে পড়ল। এখনও কোনো রকমের সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসেনি।

নতুন আইনের মাধ্যমে কৃষকদের স্বাধীনতা দিয়েছে কেন্দ্র : রবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : মান্ডি নিয়ে অযথা ভুল তথ্য প্রচার করা হচ্ছে। দেশের নতুন কৃষি আইন কৃষকদের স্বাধীনতা দিয়েছে। বুধবার একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। এদিন নিজের টুইট বার্তায় রবিশঙ্কর প্রসাদ লিখেছেন, এপিএমসি অর্থাৎ মান্ডি নিয়ে অনেক মিথ্যা কথা প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু নতুন কৃষি আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। কৃষকদের সামনে অনেক পরিসর খুলে গিয়েছে। তারা চাইলে মান্ডিতে নিজেদের ফসল বিক্রি করতে পারে অথবা মান্ডির বাইরে অন্য কোথাও ফসল বিক্রি করতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিক্ষোভ দিল্লির সীমান্তবর্তী এলাকা গুলিতে হয়ে চলেছে। সেই প্রেক্ষিতে এই মন্তব্য করেছেন রবিশঙ্কর প্রসাদ। অন্যদিকে মঙ্গলবার কৃষক সংগঠন কিষান সংঘর্ষ সমিতি, নয়ডা এবং ভারতীয় কিষান ইউনিয়ন, দিল্লি মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে তারা নতুন কৃষি আইনের প্রতি নিজেদের সমর্থন জানান।

করিমগঞ্জ জেলার সার্বিক উন্নয়নে বিজেপি সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার সার্বিক উন্নয়নে বিজেপি সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রতিটি অঞ্চলের সম-উন্নয়ন না হলে একটি রাজ্যের প্রকৃত বিকাশ সম্ভব নয়। বিজেপি সরকার সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ ও সব-কা বিশ্বাসের নীতি নিয়ে চলে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে যে হারে উন্নয়ন হওয়ার প্রয়োজন ছিল, করিমগঞ্জ সহ সমগ্র বরাক উপত্যকার সেভাবে উন্নয়ন হয়নি। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বুধবার সকালে দক্ষিণ অসমের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী করিমগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে দুই কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে নির্মীয়মাণ টাউন হল কাম কালচারাল সেন্টারের শিলান্যাস করে কথাগুলো বলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় বিধান মেনে আজ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে এক শুভ লগ্নে টাউন হল-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়। সে সময় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন বন ও পরিবেশমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, শিলচরের বিধায়ক দিলীপকুমার পাল, করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আশিস নাথ, করিমগঞ্জ নগরোন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা, জেলাশাসক ছয়ের পাতায়

সিংঘু সীমান্তে কৃষি বিক্ষোভে উপস্থিত পাঁচ তৃণমূল সাংসদ

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তবর্তী এলাকার সিংঘুতে বিক্ষোভরত কৃষকদের সঙ্গে দেখা করলেন তৃণমূলের পাঁচ সাংসদ। এই পাঁচজন সাংসদ হলেন ছয়ের পাতায়

বুধবার আগরতলায় ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

নাবালিকা অপহৃত, ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। নাবালিকা অপহরণ কাণ্ডে সন্তোষ দেবনাথ নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে এয়ারপোর্ট থানা এলাকার শালবাগান এলাকা থেকে এক নাবালিকাকে অপহরণ করেছিল সন্তোষ দেবনাথ নামে ওই যুবক।এ ব্যাপারে নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়। নাবালিকাকে অপহরণ করে নিয়ে ওই যুবক পালিয়ে বেড়াচ্ছি ল।এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ বেশ কিছুদিন ধরেই তাকে খুজছিল। এরই মধ্যে পুলিশ খবর পায় অভিযুক্ত অপহরণকারী সন্তোষ দেবনাথ শালবাগান এলাকায় অবস্থান করছে।সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নাবালিকা সহ ওই যুবককে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ।উদ্ধার করা নাবালিকাকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।অপহরণকারী আটক যুবককে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কৃষক বিক্ষোভ নিয়ে সংবেদনশীল কেন্দ্র : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.)।। বিক্ষোভরত কৃষকদের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় সমবেদনা নিয়েই কথা বলে চলেছে কেন্দ্র। কৃষক দিবস উপলক্ষে বুধবার এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এদিন রাজনাথ সিং আশা প্রকাশ করেছেন যে কৃষকরা তাদের বিক্ষোভ শীঘ্রই প্রত্যাহার করে নেবে। বুধবার দিল্লি সীমান্তবর্তী অঞ্চলের কৃষক আন্দোলন ২৮ দিনে পড়ল। এমন পরিস্থিতিতে নিজের টুইট বার্তায় কৃষক দিবস উপলক্ষে রাজনাথ সিং লিখেছেন, কৃষক দিবস উপলক্ষে প্রত্যেক কৃষককে অভিনন্দন জানাই। তারা প্রত্যেকে খাদ্য এবং সুরক্ষা দেশকে দিয়েছে। কয়েকজন কৃষক কৃষি আইনের বিরোধিতা করে বিক্ষোভ দেখিয়ে চলেছে। পূর্ণমাত্রা সমবেদনা নিয়েই তাদের সঙ্গে কথা বলে চলেছে সরকার। আশা প্রকাশ করব তারা তাদের আন্দোলন শীঘ্রই প্রত্যাহার করে নেবে। উল্লেখ করা যেতে পারে দিন যত যাচ্ছে কৃষি বিক্ষোভ তত জোরালো আকার ধারণ করে চলেছে। সোমবার থেকে রিলে অনশনের বসেছেন কৃষকরা। প্রত্যেকদিন ১১ জন করে কৃষক অনশনে বসলেন। বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে অতিরিক্ত ঠান্ডা ১১ জনের বেশি কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

জিরানিয়ার হরিজয়পাড়াতে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। জিরানিয়া মহকুমার মাধববাড়ি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে হরিজয় পাড়াতে গত ২১ ডিসেম্বর এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ১৯ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়েছে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও মাধববাড়ি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মী ও আশাকর্মীগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগপ্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানান।

দলের

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার জানান এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে ছিলেন বিধায়ক বাদল চৌধুরী, বিধায়ক তপন চক্রবর্তী, বিধায়ক রতন ভৌমিক। পরিষদীয় দলের তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে যাতে বামফ্রন্ট সরকারের সময় যে তের হাজার পদ সৃষ্টি করে নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল সেই প্রক্রিয়াকে পুনরায় চালু করে এই ১০৩২৩ চাকুরীচ্যুতদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হোক। মানিক সরকার বলেন, প্রয়োজনে আন্দোলনরত ১০৩২৩ এর সাথে আলোচনায় বসতে পারে সরকার।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গোমতী জেলার উত্তর চেলাগাং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। নতুন বাজারস্থিত উত্তর চেলাগাং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে গত ২১ ডিসেম্বর গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় এলাকার জনগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম পি ডব্লিও ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ ও যক্ষা রোগ সহ কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সকলকে সচেতন থাকা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি বয়স্কদের স্বাস্থ্য পরিষেবা যেমন ব্লাড সুগার, রক্তচাপ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুষ্টিকর খাবারও বিতরণ করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগপ্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানান।

গোমতী জেলার উত্তর চেলাগাং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। নতুন বাজারস্থিত উত্তর চেলাগাং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে গত ২১ ডিসেম্বর গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় এলাকার জনগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম পি ডব্লিও ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ ও যক্ষা রোগ সহ কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সকলকে সচেতন থাকা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি বয়স্কদের স্বাস্থ্য পরিষেবা যেমন ব্লাড সুগার, রক্তচাপ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুষ্টিকর খাবারও বিতরণ করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগপ্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানান।

জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতকে মিশন ক্লিন সিটিতে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতকে 'মিশন ক্লিন সিটি'তে রূপান্তরিত করার কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ২১ ডিসেম্বর জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে জিরানীয়া মহকুমা শাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জিরানীয়ার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের উপনির্বাহী আধিকারিক সুশান্ত দেববর্মা সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ ও এলাকার বিভিন্ন অংশের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জিরানীয়া নগর প'ায়েতের ১১নং ওয়ার্ড থেকে র‍্যালি আয়োজিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর অনুষ্ঠিত অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়।

বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী

পাচের পাতার পর

আনবামুথান মুথুস্বামী পালানিস্বামী প্রমুখ বহুজন। টাউন হল-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী অন্য একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হাইলাকান্দির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। বিকালে পুনরায় করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত দলীয় কার্যনির্বাহী সভায় যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। রাতেই তাঁর দিশপুর উড়ে যাওয়ার কথা।

তৃণমূল সাংসদ

পাচের পাতার পর

ডেরেক ও ব্রায়ান, শতাব্দী রায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা মন্ডল, মহাম্মদ নাদিমুল হক। সেখানে গিয়ে তারা বিক্ষোভরত কৃষকদের দাবী, দাওয়া ও অভিযোগ শুনেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে কেন্দ্রের নতুন তিনটি কৃষি আইনের প্রতিবাদে কৃষক আন্দোলন এখনো অব্যাহত। কৃষকদের তরফে দাবি করা হয়েছে এই আইনগুলি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রের তরফ থেকে কৃষকদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে আইনগুলিকে সংশোধন করার। এদিন অনশনে বসেন কৃষকরা। কৃষকদের তরফের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত হরিয়ানা টোলপ্লাজাগুলি মুক্ত করা হবে।

নীলোৎপল

পাচের পাতার পর

তাই তিনি এ মুহূর্তে দেশের বড় কৃষক। সাধারণ ঝুপড়ির আবাসিক মায়াবতী আজ ৫ হাজার কোটি টাকার মালিক, অখিলেশ যাদব মাত্র একবারের মুখ্যমন্ত্রী হলেও আজ ১৩শো কোটি টাকার মালিক, এমন-কি কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী পৃথিবীর ১০ ধনী ব্যক্তির একজন। অথচ এঁদের বিরুদ্ধে দেশের সম্পদ এবং কৃষিজীবীদের লুণ্ঠন করার পরও আমাদের দেশে আজও কোনও আন্দোলন গড়ে ওঠেনি।

তাই এখন সময় এসেছে, জেগে ওঠার। এই দেশে কৃষিবিল বাতিল আন্দোলনই হোক অথবা সিএএ, অথবা এনআরসি বাতিল আন্দোলন কিংবা কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বহাল রাখতে যারা আন্দোলনের নামে দেশে অস্থিরতা এবং সাম্প্রদায়িক উশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করছে তাদের বিরুদ্ধে এখনই দেশজুড়ে আন্দোলন করে এদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। বিজেপি নেতা নীলোৎপল আরও বলেন, কংগ্রেস জমানায় কৃষি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১২ কোটি টাকার উপর কোনও পরিকল্পনা কখনও নেওয়া হয়নি। অথচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কৃষকদের বার্ষিক আয় দ্বিগুণ করতে স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রথমবারের মতো এক লক্ষ কোটি টাকা অ্যাগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার খাতে ধার্য করেছে বিজেপি সরকার। যার মাধ্যমে কৃষি, পশুপালন, মৎস্যচাষ, মৌমাছি চাষ, ফলের চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষকদের আত্মনির্ভর করার সংকল্প নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত তিনি বলেন, পিএম কিষাণ যোজনার অন্তর্গত ১৪ কোটি কিষাণকে কিস্তি মতো ৯৪ হাজার কোটি টাকা, ৬ কোটির অধিক কিষাণকে পিএম ফসল বিমা যোজনার অন্তর্গত ৫০ হাজার কোটি টাকা, কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের অন্তর্গত ২.৫ কোটি কিষাণদের ইতিমধ্যে ২ লক্ষ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ইতিমধ্যে ৯২ হাজার কোটি টাকা দিয়ে দেশের কিষাণদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ সাহায্য করেছে বিজেপি সরকার যা দেশ স্বাধীনতার পর এক ইতিহাস হিসেবে বিবেচিত হবে, বলেন বিজেপি নেতা নীলোৎপল দাস।

বুদ্ধীজীবী মহলের

তিনের পাতার পর

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু সম্পর্কিত একাধিক ফাইল প্রকাশ করে। সেই বছরেরই ৪ঠা ডিসেম্বর প্রথম পর্যায়ে ৩৩টি ফাইল প্রকাশ করা হয়। পরের বছর অর্থাৎ ২০১৬'র ২৩শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী নেতাজী সম্পর্কিত আরও ১০০টি ফাইলের ডিজিটাল কপি প্রকাশ করেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু সম্পর্কিত গোপন এই ফাইলগুলি প্রকাশের জন্য সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন দাবি জানিয়ে এসেছিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের জন্য একটি উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০২১ সালের ২৩শে জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা এক বছর মেয়াদী উৎসব উদযাপনের বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেই কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ কমিটির নেতৃত্ব দেবেন।

বামুটিয়া ব্লকে দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। কেন্দ্রীয় দিব্যাঙ্গজন ক্ষমতায়ন দপ্তরের অন্তর্গত ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট ফর এমপাওয়ারম্যান্ট অব পার্সনস উইথ মাল্টিপল ডিজাবেলিটিস এবং আগরতলা অভয় মিশনের যৌথ উদ্যোগে সম্পতি বামুটিয়া ব্লকের দিব্যাঙ্গজনদের মধ্যে চলনসামগ্রী ও শ্রবণযন্ত্র বিতরণ করা হয়। ব্লকের লক্ষিলুঙ্গা গ্রাম প'ায়েত কার্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক ক'ষ্ণধন দাস। উদ্বোধনী ভাষণে বিধায়ক শ্রীদাস বলেন, শারীরিক ও মানসিকভাবে নানা প্রতিবন্ধকতা নিয়েও বহু দিব্যাঙ্গজন ব্যক্তি আছেন যারা বিশ্বজয় করেছেন। উপযুক্ত পরিবেশ ও সহযোগিতা পেলে দিব্যাঙ্গজনরাও যে কোন অংশে কম নয় তা প্রমাণ করে দিতে পারেন। তাই তিনি সকলকে অভয় মিশনের মতো দিব্যাঙ্গজনদের পাশে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার (দেব)। তিনিও সকলকে আন্তরিকতার সাথে দিব্যাঙ্গজনদের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য বিভিন্ন পরিষেবামূলক স্কিম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এন আই ই পি সি ডি-এর অধিকর্তা দেবেন্দ্র প্রসাদ এবং অভয় মিশনের সম্পাদিকা সুমিতা দে। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহ সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অভয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামল দে, জিলা পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণ, বিশিষ্ট সমাজসেবী স'য় দেবনাথ এবং লক্ষিলুঙ্গা গ্রাম প'ায়েত প্রধান অপর্ণা দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বামুটিয়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শীলা দাস। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ ১২ জন দিব্যাঙ্গজনকে চলনসামগ্রী ও ১০ জনকে শ্রবণযন্ত্র বিতরণ করেন।

২৬ ডিসেম্বর কাঞ্চনপুর মহকুমা ভিত্তিক যুব উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ২৬ ডিসেম্বর কা'নপুর টাউন হলে কা'নপুর মহকুমা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই যুব উৎসবকে সুন্দর ও সফল করে তোলার লক্ষ্যে আজ কা'নপুর যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর কার্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন লালজরি বিএসি'র চেয়ারম্যান সুধাংশু দেবনাথ, প্রাক্তন শিক্ষক পবিত্র ভূষণ নাথ, লালজরি ব্লকের শিক্ষা সাব কমিটির সভাপতি রায়চরণ রিয়াং, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের ইয়ুথ অর্গানাইজার অভিনন্দ চাকমা, সমাজসেবী তাপসেন্দ নাথ, বিভিন্ন সাংস্ক'তিক সংস্থার প্রতিনিধিরা। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, আগামী ২৬ ডিসেম্বর কা'নপুর টাউন হলে মহকুমা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। যুব উৎসবে কা'নপুর মহকুমা এলাকার শিল্পীরা লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। যুব উৎসবকে সুন্দর ও সফল করার জন্য একটি মূল কমিটি ও ৫টি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার আওতায় খোয়াই জেলার ২০,১৬৪ জন কৃষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় চলতি অর্থবছর খারিফ মরশুমে খোয়াই জেলার ২৭ হাজার ৫০০ জন কৃষককে মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার আওতায় আনার লক্ষমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২০ হাজার ১৬৪ জন কৃষককে ইতিমধ্যেই এই যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। তাদের ২ হাজার ৫৬৫ হেক্টর আমন চাষের জমি এই বীমার আওতায় এসেছে। জেলার ৫টি ক'ষি মহকুমা এলাকার ক'ষকদের এই বীমার আওতায় আনা হচ্ছে।

তাছাড়া কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে জেলার ৫ হাজার ৩৫৫ জন কৃষকের ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। ক'ষকগণ এই প্রকল্পে ৮ কোটি ৫৭ লক্ষ ৪৫০ টাকা ঋণ পেয়েছেন। জেলায় নভেম্বর মাস পর্যন্ত কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে ১১ হাজার ৮৬৪ জন ক'ষকের কাছ থেকে ঋণের আবেদন পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের জেলা কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

যক্ষা প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি কফ সংগ্রহ অভিযান শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। যক্ষা নির্মলীকরণের লক্ষ্যে রাজ্যব্যাপী ত্রৈমাসিক অ্যাক্টিভ কেস ফাইণ্ডিং (এ সি এফ) কর্মসূচির চতুর্থ পর্যায়ের কাজ গত ১৮ ডিসেম্বর শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচির কাজ চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই কর্মসূচিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সন্দেহজনক রোগী যাদের যক্ষা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে তাদের কফের নমুনা সংগ্রহ করা হবে। এই অভিযানে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় স্পর্শকাতর এলাকার স্বাস্থ্যকর্মী ও আশাকর্মীগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলবেন ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত খোঁজখবর নেবেন যাতে রাজ্যে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি না পায়। তাছাড়াও যক্ষা প্রকল্পে রোগীদের জন্য যে সুযোগ সুবিধাগুলি রয়েছে সে বিষয়েও বাড়ি বাড়ি গিয়ে অবহিত করবেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগপ্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানান।এদিকে, ঊনকোটি জেলার পেঁচারথল ব্লকের বিল্লাপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে মধ্য জয়পুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ২১ ডিসেম্বর এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৫১ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়েছে। শিবিরে ৩৫ জনের এনসিডি নিং করা হয়। দুই জনের ডায়াবেটিস সনাক্তকরণ পরীক্ষা করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি হেলথ অফিসার, এমপিডব্লিও, আশা ফেসিলেটর ও আশাকর্মীগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগপ্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানান।

প্রদানে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত

আটের পাতার পর

যে ছাত্রছাত্রীরা স্কলারশিপের জন্য আবেদন করবেন তাঁদের ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে রাজ্য সরকার। তারপর তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি স্কলারশিপের টাকা পৌঁছে যাবে।

আটা উদ্ধার

আটের পাতার পর

বর্তমানে উদ্ধারকৃত সরকারি আটা সহ ডিআই গাড়ি ও গাড়ি চালক কদমতলা থানার হেফাজতে রয়েছে।পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে চালক জানায়, আটা গুলি ধর্মনগর থেকে বোঝাই করে আসামে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। উদ্ধারকৃত ৪৩ বস্তা পিডিএস কোম্পানির আটা গুলি সরকারি নায্যমূল্যের দোকানের বলে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। পাশাপাশি কদমতলা থানার পুলিশ ৭৪ নম্বরের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৭১৯(২) ধারায় একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।তবে পুলিশের তদন্ত সঠিকভাবে হলে ঝুলি থেকে বেড়াল বেরোবে বলে অভিমত একাংশের। তাছাড়া সরকারি নায্যমূল্য দোকানের বিপুল পরিমাণ আটা জনগনকে না দিয়ে কিভাবে বাঁকা পথে বহিঃ রাজ্যে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শুভ বুদ্ধি মহল।

বোবদের

● প্রথম পাতার পর

প্রযুক্তির ব্যবহার সময়ের চাহিদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরার মানুষের উদারতার কথা চিন্তা করে সংবিধানে নিহিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক ন্যায় প্রদানের ক্ষেত্রে সীমিত সম্পদ বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

এই ই-সেবা কেন্দ্র সাধারণ মানুষের আদালত সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ওয়ান স্টপ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। এই কেন্দ্রের মূল পরিষেবার মধ্যে রয়েছে বিচার ব্যবস্থা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সংযোগ তৈরি করা। এই কেন্দ্রে কম্পিউটার, স্ক্যানার, ল্যান, ইকিয়স্ক ইত্যাদি সুবিধা থাকবে। হিন্দী/ইংরেজি/স্থানীয় ভাষায় তথ্য পুস্তিকা থাকবে। এই কেন্দ্র সমস্ত কাজের দিন খোলা থাকবে এবং বিনামূল্যে সাধারণ মানুষ ও বার সদস্যদের পরিষেবা প্রদান করবে। এতে ল্যাণ্ডলাইন/মোবাইল/হোয়াটস অ্যাপ নম্বর থাকবে, ই-ফাইলিং অব পিটিশন, ই-স্ট্যাম্প/পেমেন্ট, ই-মুলাকাতের জন্য সময় নির্ধারণ করা, কোর্ট রায়ের সফট কপি প্রদান, বিনামূল্যে আইনী পরিষেবা প্রদান ইত্যাদি করা হবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বলিত এক মারকপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয় এবং অন্যান্য অতিথিদের রিসা দিয়ে বরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি এস তলাপাত্র, এস জি চ্যাটার্জি, গৌহাটি হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এ সিং প্রমুখ।

মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটি মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। অভাগা মা-ববা সহ আত্মীয়-স্বজনরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

ভারতে ১৬.৪২-কোটি করোনা-টেস্ট, সক্রিয় রোগী কমে ২.৮৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে সুস্থতার সংখ্যা। চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা আরও খানিকটা কমল ভারতে। একইসঙ্গে ভারতে ১৬.৪২-কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৫.৬৯ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৬,৪২,৬৮,৭২১-এ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১০.৯৮-লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২২ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার সারা দিনে) ভারতে ১০,৯৮,১৬৪টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে রোজই করোনা-মুক্ত হয়ে উঠছেন প্রচুর রোগী। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ২৬,৮৯৫ জন। ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ২.৮৬ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৪৬,৪৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩৩৩ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯,৬৬,৩৩,৮২ জন (৯৫.৬৯ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ২ লক্ষ ৮৯ হাজার ২৪০ জন করোনা-রোগী।

প্রয়াগরাজে ইফকো প্ল্যান্টে গ্যাস লিকেজে মৃত দুই, অসুস্থ ১৫ জন কর্মী

প্রয়াগরাজ, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজ জেলার ফুলপুর শহরে ইফকো (ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ লিমিটেড) প্ল্যান্টে অ্যামোনিয়া গ্যাস লিকেজে অসুস্থ হয়ে প্রাণ হারালেন দু''জন। এছাড়াও বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ১৫ জন কর্মী। তাঁদের প্রত্যেককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে ইফকো প্ল্যান্টের একটি পাইপ থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস বের হতে থাকে। তৎক্ষণাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন প্রায় ১৮ জন কর্মী। তাঁদের প্রত্যেককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, কিন্তু বুধবার ভোররাতের মধ্যে দু''জনের মৃত্যু হয়।

মঙ্গলবার রাত এগারোটা নাগাদ ইফকো প্ল্যান্টের পি-১ ইউনিটে পাইপে ত্রুটি থাকার কারণে অ্যামোনিয়া গ্যাস বের হতে থাকে। সেই ত্রুটি ঠিক করতে যান বি পি সিং নামে একজন কর্মী, কিন্তু বিষাক্ত গন্ধে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, ঝলসেও যান। তাঁকে বাঁচাতে যান অভিনন্দন নামে আরও একজন কর্মী। তিনিও ঝলসে যান। উপস্থিত কর্মীরা তাঁদের দু''জনকে উদ্ধার করেন। এই ঘটনায় মোট ১৮ জন কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে দু''জনের মৃত্যু হয় এবং ১৫ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। প্রোটাগরাজের জেলাশাক ভানু চন্দ্র গোস্বামী জানিয়েছেন, ''ফুলপুরের ইফকো প্ল্যান্টে গ্যাস লিকেজে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে। একটি প্ল্যান্ট ইউনিট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ১৫ কর্মীকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।''

জয়পুর-আজমের সড়কে ট্রাকের পিছনে ধাক্কা গাড়ির, মৃত্যু ৪ জন যুবকের

আজমের (রাজস্থান), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): আজমের থেকে জয়পুর অভিমুখে যাচ্ছিল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। জয়পুর-আজমের জাতীয় সড়কের উপর থেকে দ্রুত গতিতে ছুটছিল গাড়িটি, আজমের জেলার কিশানগড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে। জোরালো সংঘর্ষের জেরে গাড়িটির সামনের অংশ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। মৃতদের প্রত্যেকের বয়স ২৫-৩০ বছরের মধ্যে। পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার ভোরে আজমের থেকে জয়পুর অভিমুখে যাচ্ছিল একটি গাড়ি। আজমের জেলার কিশানগড়ে, জয়পুর-আজমের জাতীয় সড়কের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে গাড়িটি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। মৃতদের নাম-পবন মীনা, দলপত, ঋষিকেশ মীনা এবং সঞ্জয় শর্মা। মৃতদের প্রত্যেকের বয়স ২৫-৩০ বছরের মধ্যে। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির গতি অত্যন দ্রুত গতিতে থাকার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

দৈনিক মৃত্যু ৩৩৩ জনের, ভারতে মোট সুস্থতা ৯৬.৬৩-লক্ষ

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতের ফের নিম্নমুখী দৈনিক মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। সুস্থতার সামগ্রিক হার বাড়তে বাড়তে ৯৫.৬৯ শতাংশে পৌঁছে গেল, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৯৬ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৮২ জন। বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই কমেছে, যা ২৪ হাজারের নীচে রয়েছে। বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,০০,৯৯,০৬৬-এ পৌঁছে গিয়েছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৩৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২৩,৯৫০ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ২৬,৮৯৫ জন। ৩৩৩ বেড়ে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৪৬,৪৪৪ জন।

ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে সরকার কাজ করছে ঃ ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ এবং ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবের সভাপতিত্বে গতকাল খোয়াই জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে খাদ্য ও ক্রীড়া দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, রাজ্য সরকার মানুষের কল্যাণে গণবন্টন ব্যবস্থা শক্তিশালী করে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নেও কাজ করছে। একাজে সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে তিনি আহ্বান জানান। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কল্যাণী রায়, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা, বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত, জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, জেলাশাসক মিতা মল, খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা তপন দাস, ক্রীড়া দপ্তরের বিশেষ সচিব শরদিন্দ চৌধুরী, অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব দত্ত, জিলা পরিষদের সচিব বিধান চন্দ্র রায়, খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসকগণ সহ খাদ্য ও ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিকগণ।

সভায় ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, খোয়াই সরকারি বালক দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠটির উন্নয়ন করে সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠ তৈরী করা হবে। এই কাজে ৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। সভায় খাদ্যমন্ত্রী জানান, জেলার ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলিকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। সভায় খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তা জানান, খোয়াই জেলায় মোট রেশন কার্ড রয়েছে ৮৫,৯১২টি। এর মধ্যে এপিএল ভুক্ত ৩৪,৪০৯টি, বিপিএল (প্রায়োরিটি গ্রপ) ৪০,২১৩টি এবং অন্তোদ্যয় যোজনার রেশন কার্ড রয়েছে ১১,২৯০টি। জেলায় মোট নায্য মূল্যের দোকান রয়েছে ১৮০টি। খাদ্য মজতের জন্য জেলায় মোট ৬টি গোডাউন রয়েছে। এছাড়া তুলাশিখর ব্লক এলাকায় নতুন আরও ১টি গোডাউন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সভায় ক্রীড়া দপ্তরের জেলা আধিকারিক প্রিয়দর্শী চাকমা জানান, খোয়াই জেলার বিভিন্ন স্কুলে ৮টি কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে ৮০ জন ছেলে ও ৮০ জন মেয়েকে যোগাসনের উপর ১৯ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তেলিয়ামুড়া এবং খোয়াই মহকুমার বাছাই করা ছেলে, মেয়েদের মধ্যে আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যে যোগা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। ২টি মহকুমার ছেলে ও মেয়েদের নিয়ে জেলাভিত্তিক যোগাসন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হবে। ৮০ জন প্রতিযোগীকে যোগাসনের জন্য পোষাক প্রদান করা হয়েছে।

তিনি জানান, আয়ুষ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুলের জন্য ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে জেলার ১০টি হাই ও ১০টি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়কে প্রতিটি বিদ্যালয়ের ১০০ জন করে ছাত্রছাত্রীকে প্রশিক্ষণের জন্য ৩৬ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে।

জাহানারাদের বিশ্বকাপ বাছাই পিছিয়ে দিল আইসিসি

আগামী ৩ জুলাই ২০২১ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জনের লড়াইয়ে নামার কথা ছিল সালমা-জাহানারাদের। শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত এই বাছাইপর্ব থেকে বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়ার কথা ছিল তিন দলের। বাংলাদেশসহ দশ দলের লড়াইয়ে তাই চোখ ছিল সবার। কিন্তু করোনাভাইরাস সংক্রমণের ফলে আপাতত বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আট দলের বিশ্বকাপে এর মাঝেই স্বাগতিক নিউজিল্যান্ড ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার জায়গা পাকা। বাকি তিনটি স্থানের জন্য বাংলাদেশকে লড়তে হতো আয়ারল্যান্ড, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়ে, নেদারল্যান্ডস, পাপুয়া নিউগিনি, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে। ১৯ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল এই বাছাইপর্ব। কিন্তু আজ শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় এই বাছাইপর্ব স্থগিতের ঘোষনা দেওয়া হয়েছে। সে সঙ্গে ২০২২ অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বও স্থগিত করা হয়েছে।

আইসিসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, "সদস্য ও এর সঙ্গে জড়িত দেশ গুলোর সরকার ও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ২০২১ নারী বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব ও ২০২২ ছেলেদের অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব আপাতত স্থগিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইউরোপ অঞ্চলের পর্ব আগামী ২৪ জুলাই শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ডেনমার্কে আপাতত সেটা আয়োজন করার কোনো সুযোগ নেই।আইসিসি টুর্নামেন্ট আয়োজক কমিটির প্রধান ক্রিস টেটলি বলেছেন, "কোভিড-১৯ সংক্রমণের ফলে ভ্রমণে বাধা নিষেধ, বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং বিভিন্ন দেশের সরকার ও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের উপদেশ মেনে আমরা দুটি বাছাইপর্ব পিছিয়ে দিচ্ছি। নারী বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব ও অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের ইউরোপিয়ান বাছাইপর্বের ওপর এর প্রভাব পড়ছে।"আইসিসি টুর্নামেন্ট আয়োজনের চেয়ে খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য নিয়েই বেশি চিন্তিত। এ কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া বলে জানিয়েছেন টেটলি, "এই কঠিন সময়ে খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা, সমর্থক ও পুরো ক্রিকেট বিশ্বের সবার স্বাস্থ্য আমাদের কাছে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে এবং আমরা সঠিক ও দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত নিব।"

থুতুকে না, দর্শককে হ্যাঁ

করোনাভাইরাস সংক্রমণের মাঝেই ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হতে যাচ্ছে ক্যারিবীয় অঞ্চলে। ভিন্সি প্রিমিয়ার লিগ নামের এই টি-টেন টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ২২ মে

প্রাণহীন ক্রীড়াঙ্গন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। ইউরোপের বিভিন্ন ক্লাব প্রতিযগিতা জুনে শুরু হতে যাচ্ছে। বুন্দেসলিগা তো এই সপ্তাহেই শুরু হবে। ক্রিকেটও খুব একটা পিছিয়ে থাকছে না। করোনাভাইরাস সংক্রমণের মাঝেই ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হতে যাচ্ছে ক্যারিবীয় অঞ্চলে। ভিন্সি প্রিমিয়ার লিগ নামের এই টি-টেন টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ২২ মে।

বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাস সংক্রমনে সব ধরণের ক্রীড়া প্রতিযগিতা থেমে গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসায় এবং অর্থনীতিকে চাঙা করতে ফুটবল লিগ চালু করতে যাচ্ছে জার্মানি, স্পেন, যুক্তরাজ্য ও ইতালি। ভিপিএল অবশ্য এত ঝামেলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে না। ক্যারিবীয় অঞ্চলে করোনা সংক্রমণের প্রকোপ খুব বেশি নয়। সেন্ট ভিন্সেন্ট অ্যান্ড গ্র্যানাডিনসে এখন পর্যন্ত ১৭জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে ১২জনই সেরে উঠেছেন। এ কারণেই ১০ দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টে দর্শক ঢোকার ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে না।

সেন্ট ভিনসেন্টের আগেই ক্রিকেট ফিরেছে ভানুয়াতুতে। পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ক্যারিবীয়রাই প্রথম যারা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করল। শুধু আয়োজনেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, স্টেডিয়ামে দর্শক আসার আহবানও জানাচ্ছে। তবে আইসিসির নতুন এক নিয়ম মেনে খেলা শুরু করছে তারা, আর সেটা হলো বলে থুতু মাখানো যাবে না। ৬ দলের এই টুর্নামেন্টে ৩০টি ম্যাচ হবে। অর্থাৎ দিনে তিনটি করে ম্যাচ হবে। গত ১১ মে এক ড্রাফটের মাধ্যমে প্রতিটি দল ১২ জন করে খেলোয়াড় বেছে নিয়েছে। প্রতি দলে একজন করে "মার্কি" খেলোয়াড় নেওয়া হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার কেসরিক উইলিয়ামস, ওপেনার সুনীল আমব্রিস ও বাঁহাতি পেসার ওবেড ম্যাককয় আছেন তাঁদের মাঝে।সেন্ট ভিনসেন্টে স্থানীয় সরকার লোক সমাগমে কোনো নিষেধাজ্ঞা না দেওয়ায় টুর্নামেন্ট আয়োজনে কোনো বাধা দেখছেন না সেন্ট ভিনসেন্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি কিশোর শ্যালো। এখন শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের অনুমতি পেলেই তারা সফল এক টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে পারবেন। তবে দর্শককে সামাজিক দূরত্ব বুজায় রাখার পরামর্শও দিয়ে রেখেছেন শালো। সঙ্গে এটাও বলেছেন, খুব বেশি দর্শক আশা করছেন না তিনি।এত কষ্ট করে টুর্নামেন্ট আয়োজন করেও দর্শক না পাওয়ার আশা কেন? কারণ, এ টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হচ্ছে ভারত ভিত্তিক স্পোর্টস টেকনোলজি প্রতিষ্ঠান ড্রিম ইলেভেনের সৌজন্যে। ভারতের দর্শক পেতে স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে খেলা শুরু হয়ে শেষ হবে দুপুর ২টায়।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 16/NIT/EE/PWD/AMP/2020-21
Memo No:- F.TC-I (P-I)/EE/PWD/AMP/7561-633 dated, 19-12-2020. Dated: 19-12-2020.
Cost of Tender form: Rs. 2,500 /- (Rupees Two thousand Five Hundred) only
Last date and time for document downloading and bidding: 20-01-2021, upto 15.00 hrs.
Time and date for opening of bid: - 20-01-2021 at 15:30 hrs. if possible.

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
	DNIT No:- 28/NIT/ SE-III/ B12020-21.	1, 49, 35,793.61	1, 49,358.00	09 (Nine) months.	Appro-priate Class

Tender can also be seen in the website https://tripuratenders.gov.in
For and on behalf of Governor of Tripura
ICA/C-2542/2020-21
(Er. S. Chakma)
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur,Gomati Tripura

MEMORANDUM
Due to technical reason, last date and rime of submission of bid has been extended:- upto 3,00 P.M. on 15/01/2021 , Time and date of opening of bid has been extended :- 4.00 P.M en 15/01/2021. against earlier PNIT NO:- 18/EE/RIG/2020-21 as cicculated vide this office Memo No: F.EE/Rig/VV/7(7)/P-iII2 4,9 dt. 10/12/2020 DNIeT NO.:- 16/SE/PWD(DWS)/2020-21. 0381-232-099
kl1 other terms & condition:, shall remain unchan,:;ecl.
For dc,,a;ls please
visit wwv...0-ripuratenders.uov.in and for any query please. con-tact :-
For and on behalf of Governor of Tripura
ICA/C-2552/2020-21
(Er. S. Acharya)
Executive Enelneer
Rig Division, P.N.Coniplex
Agartaia

The undersigned,on behalf of the Governor of Tripura,the Ex-ecutive Engineer,R.D Udaipur Division,Udaipur,Gomati District,Ph.No. 03821- 222415,invites DNIT wise separate sealed item wise rate e-tender for procuremen of the following items from the eligible bidders up to 15.00 Hrs. on 04/01/2021(Office and days only) for the following work:-
PNIT No. NII/EE/RDLID/6/2020-2021 Di. 21/12/2020
1.Hiring of various permissible Machineries like Plate rammers/ Vibrating plate/Vibro/ Tractor with tripper attachment/3 wheel 80-100 KN Static roller/ Water Tanker 6KL capacity/ pump set/ Mixture machine (1/2 bag capacity) / Needle vibrator (25-40 mm dia) for use in MGNREGA construction worksites of different Blocks under RD Udaipur Division under Gomati Dis-trict.
E/Money Rs. 20,000/-,
Cost of Tender Form:- Rs. 1000/-
DNIT No. 011 MACH//EE/REND/G/2020-2021.
Dt.-21/12/2020.
ICA/C-2547/2020-21
Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati Tripura.

OFFICE ORDER
Notice Inviting Tender was invited by the undersigned vide Tender No. F. 5- 5/Dev/CAMPA/P-II/SDFO/BGF-20-21/12,435-440 dated 11/12/2020 for supplying of chain link wire mesh for fencing around the vulnerable areas under Bagafa Forest Sub-Division, South Tripura District during the year 2020-2021 is hereby cancelled.
ICA/C-2554/2020-21
[J. Bhattacharjee]
Sub-Divisional Forest Officer
Bagafa: South Tripura

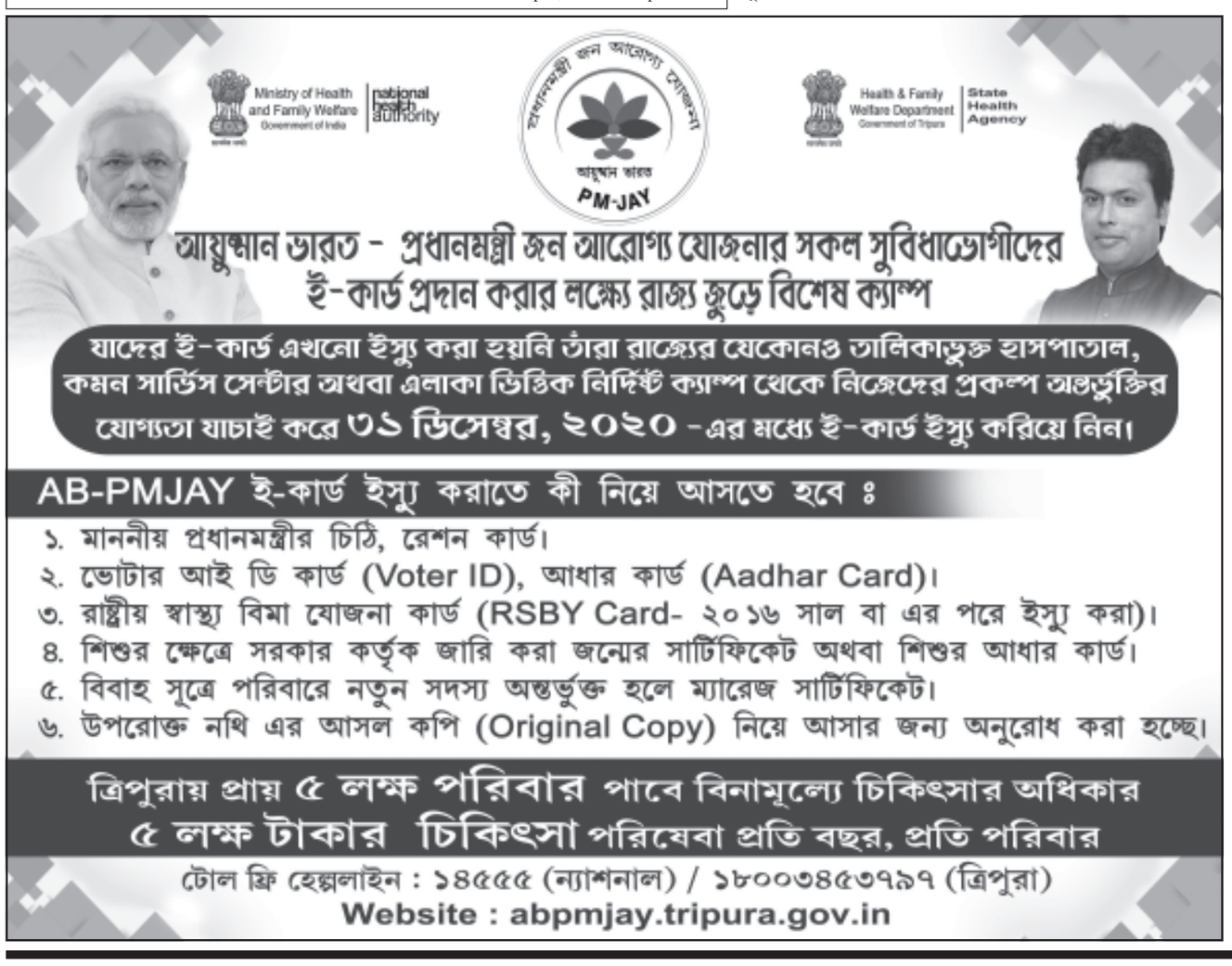

রাজ্য নাগরিক পুরস্কার-২০২১

পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা সরকারের প্রদেয় বিভিন্ন পুরস্কার-২০২১

ক্রমিক নং	পুরস্কারের নাম	পুরস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী	পুরস্কার মূল্য
১	ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মান	সাহিত্য, কলা, ক্রীড়া, বিজ্ঞান, সমাজ সেবা, সাংবাদিকতা, সরকারী প্রশাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা অথবা যেকোন ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য	পাঁচ লক্ষ টাকা (একজন)
২	ত্রিপুরা ভূষণ সম্মান	সাহিত্য, কলা, ক্রীড়া, বিজ্ঞান, সমাজ সেবা, সাংবাদিকতা, সরকারী প্রশাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা অথবা যেকোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বকে অনন্য অবদানের জন্য	দুই লক্ষ টাকা (একজন)
৩	শচীন দেববর্মন স্মৃতি সম্মান	সঙ্গীত, কলা ও সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের জন্য	এক লক্ষ টাকা (একজন)
৪	মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী স্মৃতি সম্মান	মহিলাদের সংবেদনশীল / ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য	এক লক্ষ টাকা (একজন)
৫	বিজ্ঞান ও পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য রাজ্য পুরস্কার	বিজ্ঞানভিত্তিক সমতা, পারিপার্শ্বিক ক্রীড়া কলাপ বা নব প্রবর্তিত কাজের ক্ষেত্রে উদ্দীপিত, উৎসাহিত এবং স্বীকৃত বিশেষ অবদানের জন্য।	এক লক্ষ টাকা (একজন)

রাজ্যের আগ্রহী সাহিত্যিক, কলা, ক্রীড়া, বিজ্ঞান, সমাজ সেবা, সাংবাদিক, সরকারী প্রশাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সঙ্গীত, কলা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পূরণ করে বায়োডাটা, প্রয়োজনীয় শর্তাবলী এবং ২০০ শব্দের মধ্যে জীবনপঞ্জি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অবদানের কথা উল্লেখ করে কমিটি / দপ্তর কর্তৃক বিবেচনার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের গান্ধীঘাটস্থিত প্রধান কার্যালয়ে আগামী ০৪-০১-২০২১ তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে জমা দিতে সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ সমস্ত পুরস্কারগুলি পূর্ণরাজ্য দিবসে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে দেওয়া হবে।

বিস্তারিত তথ্য আগরতলার গান্ধীঘাটস্থিত তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সংস্কৃতি শাখায় অথবা www.ica.tripura.gov.in এই website এ পাওয়া যাবে।
ICA/D-1130/2020-21
অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

রাজ্যপালের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও এন জি সি ত্রিপুরার এসেট ম্যানেজারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। ও এন জি সি ত্রিপুরা এসেটের এসেট ম্যানেজার তরুণ মালিক আজ রাজভবনে রাজ্যপাল রমেশ বৈস'র সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। রাজ্যপালের সচিবালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

টিপিএফ আহুত বনধ ব্যর্থ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জনজীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/উদয়পুর/ ২৩ ডিসেম্বর ।। ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্টের ডাকে ২৪ ঘণ্টার বনধ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সারা ত্রিপুরায় জনজীবন স্বাভাবিক ছিল। যানবাহন চলেছে নির্দিষ্ট নিয়মে। এমন-কি ট্রেন পরিষেবাও আজ ছিল স্বাভাবিক। সকালের দিকে বড়মুড়া পাহাড়ে বনধ সমর্থকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু, পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। সমগ্র ত্রিপুরার পরিস্থিতির নিরিখে স্পষ্ট, জনগণ এই বনধ-কে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মজার বিষয় হল, বনধ-এর সমর্থনে কাউকেই তেমন রাস্তায় বের হতে দেখা যায়নি।
প্রসঙ্গত, বুধবার টিপিএফ ২৪ ঘণ্টার বনধের ডাক দিয়েছিল। রাজ্যের কোথাও তার কোনও প্রভাব পড়েনি। সর্বত্র জনজীবন রয়েছে স্বাভাবিক ছন্দে। ট্রাফিক ব্যবস্থা থেকে গণপরিবহণ, সবই চলছে প্রতিদিনের মতো স্বাভাবিক। রাজ্যের কোনও জায়গায় রাস্তা অবরোধের ঘটনাও ঘটেনি। দু-একটি জায়গায় অবরোধ করতে এলে প্রশাসন সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বনধ-কে ঘিরে প্রশাসন আজ ভীষণ সতর্ক ছিল।
জিআরপি-র এসপি পিনাকী সামন্ত জানিয়েছেন, অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিক ছিল রেল পরিষেবা। দূরপাল্লার সমস্ত ট্রেন যথারীতি আগরতলা স্টেশনে পৌঁছবে। সকালের দিকে কিছুক্ষণ ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল ঠিকই। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ধর্মনগর থেকে লোকাল ডেমু ট্রেনও এসেছে। প্রশাসনিক আধিকারিকের কথায়, ত্রিপুরা সরকার চায় না বনধ-এর রাজনীতি জারি থাকুক। কারণ এই রাজনীতি রাজ্যের অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করে, যা আসলে রাজ্যের ক্ষতি।
মনপাথর বাজার সংলগ্ন এলাকায় ৮ নং জাতীয় সড়ক অবরোধে বসলো টি পি এফ সমর্থীত কর্মীরা। কাঞ্চনপুরে নিহত দমকল বাহিনীর কর্মী বিশ্বজিৎ দের্বমার মৃত্যুর সঙ্গে জরিতদের শাস্তির দাবীতে আজ সমগ্র রাজ্যজুরে ২৪ ঘন্টার বন্ধ ডেকেছে টি পি এফ দল। এই বন্ধকে সফল করতে আজ সকালথেকে শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মনপাথর বাজার সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধে বসে টি পি এফ সমর্থীত কর্মীরা। আজকের অবরোধের খবরপেয়ে ঘটনস্থলে উপস্থিত হয় অতিরুক্ত পুলিশ সুপার, বগাফা ব্লকের বিডিও রূপন দাস, শান্তির বাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। উনারা ঘটনাস্থলে উপস্থিতহয়ে অবরোধকারীদের এরেস্টকরে মনপাথর ফাঁড়ী থানায় ডিটেনশান ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়াহয়। এতেকরে অবরোধমুক্তহয় জাতীয় সড়ক। আজকের এই অবরোধে মোট ১২০ জনকে গ্রেপ্তার করাহয় বলে জানাযায়।

বুধবার ২৪ ঘন্টার ত্রিপুরা বন্‌ধে দিনেও আগরতলা রেলস্টেশনে জনতা ভিড়। ছবি-নিজস্ব।

তেলিয়ামুড়ায় দুর্ঘটনায় আহত তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ ডিসেম্বর।। বেপরোয়া গতিতে আসা টিএসআরের গাড়ি এক বৃদ্ধকে ধাক্কা মেরে জনরোষের শিকার এক টিএসআর জওয়ান। ঘটনা তেলিয়ামুড়া জাতীয় সড়কের স্থানীয় ফল বাজার সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বন্ধের দিনে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করে টিএসআরের খোয়াই রামচন্দ্র ঘাট স্থিত ষষ্ঠ ব্যাটেলিয়ানের হেডকোয়াটারে ফিরে যাওয়ার পথে স্থানীয় ফল বাজার এলাকায় প্রদীপ দে নামে এক বৃদ্ধকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যাওয়ার পথে স্থানীয় জনগণের হাতে আটক. টিএসআর জিপ গাড়িটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী। পড়ে আহত বৃদ্ধকে দমকল বাহিনীর কর্মীরা উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। এবং পুলিশ গাড়ি সহ গাড়িতে থাকা টিএসআর জওয়ান তথা চালক অনুজ সিং-কে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।এখন দেখার বিষয় আইনের উর্দি পরা তথা বেপরোয়া গতিতে থাকা চালক টিএসআর জওয়ানের বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
যান দুর্ঘটনা অব্যাহত রয়েছে তেলিয়ামুড়া মহকুমায়। মদমত্ত অবস্থায় টমটম চালিয়ে রাস্তার পাশে থাকা মাংসের দোকানে দুই যুবককে গুরুতর আহত করে এক টমটম। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন জারুইলং বাড়ি এলাকায়।
ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অন্যান্য দিনের মতো জারুইলং বাড়ি এলাকার বাসিন্দা বছর ১৭ এর অজিত দেববর্মা এবং বছর ১২ এর রাকেশ দেববর্মা স্থানীয় বাজারে নিজেদের দোকানে মাংস বিক্রি করছিল। এমন সময় চাকমাঘাটের দিক থেকে তেলিয়ামুড়া আসার পথে মদমত্ত অবস্থায় থাকা এক টমটম চালক রাস্তার পাশে থাকা তাদের দোকানে টমটম ঢুকিয়ে দেয়। এতে করে গুরুতর আহত হয় বছর ১২ এর রাকেশ দেববর্মা এবং অল্পবিস্তর আহত হয় বছর ১৭ এর অজিত দেববর্মা।
ঘটনা খবর যায় তেলিয়ামুড়া দমকল বিভাগে। তেলিয়ামুড়া দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে বর্তমানে তাদের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে।

অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার মুঙ্গিয়াকামীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ ডিসেম্বর।। এক অজ্ঞাত পরিচয়হীন ব্যক্তির পচা গলা মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হল তেলিয়ামুড়া মহুকুমার মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন দক্ষিণ মহারানী পুরের শরৎ চন্দ্র পাড়ার গভীর জঙ্গল থেকে। ঘটনা জানা যায় এলাকার লোক লাকড়ি সংগ্রহ করতে গেলে মৃতদেহের পচা গন্ধ তাদের নাকে লাগে। একটু এগিয়ে যেতেই এক ব্যক্তির পচা মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় মুঙ্গিয়াকামি থানায়। খবর পাওয়া মাত্র মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ আনুমানিক দুটো নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার সত্যতা লক্ষ্য করে। তবে মৃতদেহটি কোন ঈদ ভাটায় কর্মরত বহি রাজ্যের শ্রমিক কিনা তা যাচাই করতে স্থানীয় একটি ইটভাটায় খোঁজখবর নেয় মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ। তবে ওই ইটভাটার শ্রমিক কিনা সেটা বলতে নারাজ ভাটার কর্তৃপক্ষরা। এ নিয়ে চাঞ্চল্য দেখা দেয় গোটা এলাকায়। আসলে কি এটা আত্মহত্যা নাকি খুন করে লাশ গুম করে রাখার অপচেষ্টা তা নিয়ে চলছে পুলিশের তদন্ত। তবে মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে এলাকার জনগণের মধ্যেও প্রশ্নচিহ্নের উঁকি মারছে। কিভাবে ওই ব্যক্তিটি ওই গভীর জঙ্গলে আছে গাছে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করবে তারও প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিচ্ছে। তবে দুটো নাগাদ লাশ উদ্ধার হলেও মুঙ্গিয়াকামি থানার করিৎকর্মা থানা বাবুরা ওই বেওয়ারিশ লাশটিকে একা ফেলে ময়নাতদন্তের জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তেলিয়ামুড়া মহাকুমার ডি সি এম এবং মুঙ্গিয়াকামী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এক চিকিৎসক কে নিয়ে হাজির হয় ময়না তদন্ত করে মৃতদেহ সেই জায়গায় সৎকার করার জন্য। কিন্তু এলাকাবাসীদের দাবি যেহেতু মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি তাকে ওই এলাকায় কিভাবে মাটি কুরে রাখা হবে। তাদের দাবি মৃতদেহটিকে নিয়ে অন্যত্র সৎকার করা হোক। কিন্তু প্রশ্ন জাগছে যেহেতু ময়নাতদন্তের জন্য সূর্যালোকের উপস্থিতিতে একান্ত প্রয়োজন সেই জায়গায় কিভাবে রাতের অন্ধকারে অতিরিক্ত বিদ্যুতের ব্যবস্থা না করে ময়না তদন্ত করে মৃতদেহটিকে সৎকার করা হবে। খবর লেখা পর্যন্ত নাই ময়নাতদন্ত হলো। নাহি মৃতদেহটির পরিচয় পাওয়া গেলো। যদিও সরকারি গাইডলাইনে আছে অপরিচিত কোন ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গেলে ৭২ ঘন্টা মৃতদেহটিকে রেখে তার পরিচয় পাওয়া না গেলে সরকারি উদ্যোগে সৎকার করা প্রয়োজন। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কি করা হয়েছে? খবর লেখা পর্যন্ত ময়না তদন্ত ও সতকারের প্রস্তুতি চলছে দ্রুত গতিতে রাতের অন্ধকারে। এ ব্যাপারে কোনো সরকারি আধিকারিক মুখ খুলতে নারাজ।

পাচারকালে আটা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৩ ডিসেম্বর।। অবৈধভাবে বহিঃ রাজ্য অসমে পাচারের পথে পুলিশের হাতে আটক বিপুল পরিমাণ সরকারি আটা।সাথে আটক আটা বোঝাই গাড়ী সহ গাড়ি চালক। তদন্তে কদমতলা থানার পুলিশ।
ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,আজ উত্তর জেলার কদমতলা থানার পুলিশের কাছে গোপন খবর আসে টাটা ডি আই গাড়ি করে নায্যমূলের দোকানে সাপ্লাই করা ঞ্চঙ্গছ কোম্পানির ৪৩ বস্তায় ২২ কুইন্টাল ৫০ কেজি আটা আসামে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।সেই মোতাবেক কদমতলা থানার পুলিশ কদমতলা ব্লক সংলগ্ন এলাকায় উৎপেতে বসে থাকে। বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ্টট্ত০৫ঙ্খ/১৬৭৫ নম্বরের ডি আই গাড়িটি ওই এলাকায় আসতেই কদমতলা থানার পুলিশ গাড়িটিকে আটক করে। তারপর গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কদমতলা থানার পুলিশ আটককৃত ডি আই গাড়ি থেকে মোট ৪৩ বস্তা পিডিএস কোম্পানির আটা আটক করে।সাথে আটক করা হয় গাড়ির চালক কৃষ্ণ মাহিষ্য দাস (৩০) পিতা গৌরাঙ্গ মাহিষ্য দাস নামে এক ব্যক্তিকে।ধৃত চালকের বাড়ি ধর্মনগর থানাধীন মঙ্গলখালী এলাকায়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

চুরাইবাড়িতে রোহিঙ্গা আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৩ ডিসেম্বর।। আবারো রাজ্য পেরিয়ে অসমে প্রবেশের মুখে অসম চুরাইবাড়ি পুলিশের হাতে আটক ১৩ জন রোহিঙ্গা নাগরিক। তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশি ও ভারতীয় টাকা সহ নানা সা-সামগ্রী উদ্ধার। ধৃতদের আজ করিমগঞ্জ আদালতে প্রেরণ করবে অসম পুলিশ। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা আগরতলা থেকে গৌহাটি গামী রেহান নাইট সুপারে তল্লাশি চালায় পার্শবর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার আসাম ত্রিপুরা সীমান্তের অসম চুরাইবাড়ির ওয়াচ পোস্টের পুলিশ। অসম পুলিশের রুটিন তল্লাশিতে নাইট সুপার থেকে ধরা পড়ে মোট ১৩ জন রোহিঙ্গা নাগরিক। এদের মধ্যে পুরুষ মহিলা ও ছোট বাচ্চা রয়েছে। তারা সকলেই বাংলাদেশের কক্সবাজার থেকে অবৈধ উপায়ে ত্রিপুরার আগরতলায় প্রবেশ করে। আর সেখান থেকে গোহাটি যাওয়ার পথে ত্রিপুরা সীমান্ত পার হয়ে অসমে প্রবেশ করা মাত্রই অসমের চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের পুলিশ তাদের আটক করে। বর্তমানে এদের টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে অসম পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে বাজারিছড়া থানার ওসি মনোরঞ্জন সিনহা জানান, এরা অবৈধ উপায়ে ভারতের মাটিতে প্রবেশ করায় তাদের আটক করা হয়েছে।তাদের কাছে ভারতে প্রবেশের কোনো বৈধ নথিপত্র পাওয়া যায়নি। ওসি আরো জানান,ধৃত ১৩ জন রোহিঙ্গা নাগরিক ২০১৬ সাল থেকে কক্সবাজারের একটি ক্যাম্পে বসবাস করে আসছিলো। তারপর তারা ভারতে প্রবেশের পর ত্রিপুরা পেরিয়ে অসমে প্রবেশ করামাত্র পুলিশ তাদের আটক করে। অসম পুলিশের জেরায় ধৃতরা জানায় তারা জম্মু-কাশ্মীরে তাদের আত্মীয়ের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছিল।তাদের কাছ থেকে অসম পুলিশ বাংলাদেশী ও ভারতীয় টাকা সহ অন্যান্য সা-সামগ্রী উদ্ধার করে।আজ ধৃত রোহিঙ্গাদের করিমগঞ্জ জেলা আদালতে প্রেরণ করবে পুলিশ।
অপরদিকে আশ্চর্যের বিষয় হল,রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে বুড়ো আংগুল দেখিয়ে রাজ্যের এতটি থানা পেরিয়ে অসমে প্রবেশের মুখে ১৩ জন রোহিঙ্গা নাগরিক আটক হলেও রাজ্য পুলিশ তাদের ধর পাক করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এক কথায় রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন মুখ থুবরে পড়েছে। রাজ্য পেরি অসমে প্রবেশের মুখে রোহিঙ্গা নাগরিক আটক কোন নতুন বিষয় নয়।এর পূর্বেও বহু বার অসম পুলিশ ত্রিপুরা থেকে যাওয়া রোহিঙ্গা নাগরিকদের আটক করেছে। কিন্তু প্রতিবারই রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন নজরদারি বেলায় অশ্ব ডিম্ব প্রসব করছে। সুতরাং পুলিশি নিরাপত্তা ও রাজ্যে একের পর এক অপহরণ কান্ডে রাজ্য পুলিশের ব্যর্থতা সামনে আসাতে রাজ্যবাসী ত্রিপুরা পুলিশের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলছেন। স্বাভাবিকভাবে আগামী দিনে রাজ্য পুলিশের খামখেয়ালীপনায় রাজ্যবাসী ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

চোর সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা মামলায় ধৃত দুজন পুলিশ রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। জিবি বাজারে চোর সন্দেহে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় আটক দুজনকে আদালত থেকে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তারা হলো হরিপদো বিশ্বাস এবং মধুসূদন সাহা। তাদের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ এনে সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। আগামী ২৬ শে ডিসেম্বর তাদেরকে পুনরায় সিজেএম আদালতে তোলা হবে।ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ দুজনকে পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জিবি বাজারে নিরীহ যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িত অন্যান্যদের নামতাম উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। উল্লেখ্য নিরীহ নিহত যুবকের নাম প্রসেনজিৎ সাহা। তার বাড়ি রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বলদাখাল রোড এলাকায়। মাত্র ৬ মাস আগে ওই যুবক বিয়ে করে। সে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জিবি বাজার এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। তখন ওই চোর সন্দেহে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।এ ব্যাপারে নিহত প্রসেনজিৎ সাহার পরিবারের তরফ থেকে থানায় সুনিদৃষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিবারের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। পুলিশও ইতিমধ্যেই নড়েচড়ে বসেছে এবং দু"জনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত অন্যান্যদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ প্রদানে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ ডিসেম্বর।। তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ প্রদানের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন অর্থ বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি এদিন সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় অগ্রসর করতে ৫৯ হাজার ৪৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। একাদশ শ্রেণী থেকে এই স্কলারশিপ পাবেন ছাত্রছাত্রীরা।
তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক উত্তরণের ক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের জন্য ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদী এবং সামাজিক ন্যায়বিচার মন্ত্রী থাওয়ার চন্দ্র গেহলটকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "এই সিদ্ধান্ত সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া তপশিলী জাতির ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে উত্তোরণের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির দিশাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়েছে।"
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোট টাকার ৬০ শতাংশ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। বাকি ৪০ শতাংশ দেবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থ যাতে তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সে কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর ফলে আগামী পাঁচ বছরে দেশের চার কোটি তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উপকৃত হবেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

সবার সহযোগিতার মাধ্যমেই রাজ্য ও দেশ আত্মনির্ভর হবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। সমাজের শেষ প্রান্তে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে আত্মনির্ভর করতে হবে। তবেই সমাজ আত্মনির্ভর হবে। তাহলেই রাজ্য ও দেশ আত্মনির্ভর হবে। আজ ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির মিলনায়তনে এক সভায় উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন। তিনি বলেন, সরকার একা কিছু করতে পারবে না। সকল অংশের জনগণের সহযোগিতার মাধ্যমেই রাজ্য ও দেশ আত্মনির্ভর হবে। জনপ্রতিনিধিদের সরকারি প্রকল্প নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, গ্রাম স্বরাজ মানে গ্রামকে স্বয়ংসম্পর্ণ করে তোলা। আর এর প্রথম ধাপ হল কৃষককে আত্মনির্ভর করা। রাজ্যের প্রান্তিক চাষীদের আয় দ্বিগুণ করতে অরগানিক পদ্ধতিতে চাষে উৎসাহিত করতে হবে।
সভায় উপমুখ্যমন্ত্রী পি এম কুসুম প্রকল্পের মাধ্যমে সোলার পাম্প বসিয়ে ক'ষকদের জমিতে সেচের সুব্যবস্থা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরও বলেন, ক'ষির পাশাপাশি প্রাণীপালন, মাছচাষ, পর্যটনের মাধ্যমেও আত্মনির্ভর হওয়া যায়। উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেববর্মা আজ ডুকলি ব্লক কমপ্লে'ে অরগানিক ক'ষি ফার্ম পরিদর্শন করেন।
বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, ডুকলি প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অজয় কুমার দাস, ভাইস চেয়ারম্যান দুলাল চন্দ্র সরকার, বিডিও বিপুল দাস সহ ত্রিস্তর প'ায়েতের প্রতিনিধিগণ সে সময় উপমুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। পরে ডুকলি প'ায়েত সমিতির মিলনায়তনে উপমুখ্যমন্ত্রী ব্লকের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে বৈঠক করেন।
সভায় বিডিও জানান, ২০১৯-২০ অর্থবছরে রেগার মাধ্যমে ২৮.৯৬২ কিমি কাঁচা রাস্তায় ইট বিছানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে ৬৯১টি শৌচালয় নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া মলয়নগর, বাঘমারা, বেলাবর প্রভ'তি গ্রাম প'ায়েতে ৩টি কমিউনিটি টয়লেট তৈরির কাজ রূপায়িত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ১০২জন সুবিধাভোগীকে ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।
বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দে ব্লক এলাকার ৯টি যাত্রীশেড নির্মাণের কাজ হচ্ছে এবং মতিনগর ও রাজেশ্বরীনগর ঈদগার বাউণ্ডারী ওয়াল তৈরির কাজ এগিয়ে চলছে। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বলেন, মানুষের কল্যাণে এবং সমাজের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে বর্তমান সরকার। ডুকলি প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অজয় কুমার দাস বলেন, রোজগার বৃদ্ধির মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের আত্মনির্ভর করার প্রয়াসের অঙ্গ হিসাবে ডুকলি ব্লক এলাকায় নানা উন্নয়ন কাজ এগিয়ে চলছে।

বিশালগড়ে পুড়ল অটো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। বিশালগড় এর পশ্চিম লক্ষ্মীপুর এলাকায় নাশকতার আগুনে পুড়ল একটি অটো। অটোর মালিকের নাম বান্টি সাহা।শিক্ষিত বেকারের সাহা চাকরি না পেয়ে বহুকষ্টে টাকা জমিয়ে একটি অনুষ কিনেছিল। অটো চালিয়ে সে সংসার চালাত।অন্যান্য দিনের মত সারাদিন অটো চালিয়ে রাতে বাড়িতে ফিরে অটোটি বারান্দায় রেখে ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে বান্টি ও তার পরিবারের লোকজন। রাতে হঠাৎ কে বা কারা অটোতে আগুন ধরিয়ে দেয়।ঘর থেকে বের হয়ে পরিবারের লোকজনের লক্ষ্য করেন অটোটি আগুনে জ্বলছে। পবিবাবেব লোকজনদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন এবং তারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। ততক্ষণে অটটই পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এ ব্যাপারে বিশালগড় থানা একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার কোনো কিনারা করতে পারেনি পুলিশ। পবিবাবেব লোকজনদের অভিযোগে পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।অগ্নিকাণ্ডে গরীব শক্ষিত বেকার যুবকের পুড়ে যাওয়ার ঘটনায় স্থানীয় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

গরু চোর আটক কল্যাণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। গরু চোর সন্দেহে কল্যাণপুরে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে কল্যাণপুর থানা এলাকায় গত বেশ কিছুদিন ধরেই গরু চোরের উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় এক মহিলার অভিযোগ ওই ব্যক্তিকে কলানপুর থানার পুলিশ আটক করেছে। তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। জানা গেছে সে গরু চুরির সহ বিভিন্ন চুরির ঘটনায় জড়িত রয়েছে।পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের নামধাম উদ্ধারের জন্য তৎপরতা শুরু করেছে। আটক সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কল্যাণপুর থানার পুলিশ।এদিকে কল্যাণ পুর থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে গরু চুরি সহ বাড়িঘরে চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় ওইসব এলাকায় বসবাসকারী জনগণ নিরাপত্তা নিয়ে রীতিমতো সংশয় পড়েছেন। গরু চুরি সহ অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা রোধে পুলিশের তৎপরতা বাড়ানোর জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

মাতাবাড়িতে কৃষকদের যন্ত্রপাতি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ ডিসেম্বর।। বুধবার ত্রিপুরা সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগ মাতাবাড়ি কৃষি তত্বাবধা য়ক অফিস প্রাঙ্গনে কৃষকদের মধ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়।কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উদ্ভোদক হিসাবে উপসিত ছিলেন ত্রিপুরার কৃষি, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, মাতাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, কৃষি দপ্তরের গোমতী জেলার উপ অধিকর্তা গৌতম মজুমদার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। কৃষকদেরের মধ্যে কৃষি যন্ত্র পাতি বিতরণ ফলে প্রধানমন্ত্রীর কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন তাহা কিছুটা হলেও সার্থক হবে বলে বুদ্ধিজীবী মহল মত পোষণ করেন। এই যন্ত্রপাতি বিতরন অনুষ্ঠানে আগত কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

আগরতলায় দুর্ঘটনা আহত স্কুটি চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। রাজধানীর আইজিএম চৌমুহনীতে স্কুটি দুর্ঘটনায় এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।পশ্চিম থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে।কনকনে ঠাণ্ডায় স্কুটি চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যুবক। পশ্চিম থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রতাপগড়ে ছাত্রীদের বাইসাইকেল প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন প্রতাপগড় চন্দ্রমোহন সাহা স্মৃতি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বুধবার বৃক্ষরোপণ উৎসব ও ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস সহ অন্যান্যরা।বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এদিন তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাতে বইপত্র তুলে দেন।উল্লেখ্য বার্ষিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই প্রতাপগড় সাধু টিলায় চন্দ্র মোহন সাহা স্মৃতি বিদ্যালয় আজ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন বলেন এ ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন পরিবেশকে সুস্থ রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ঠিক তেমনি ছাত্রীদের হাতে তুলে দিয়ে সহায়তার হাত বাড়ানো হয়েছে। এত ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস।

উদয়পুরে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ ডিসেম্বর।। রাজ্যে ক্রমবর্ধমান রক্তের চাহিদা পূরনের জন্যা উদ্যোগ গ্রহণ করলো ৩১ রাধাকিশোরপুর মন্ডলের যুব মোর্চা ও মহিলা মোর্চা। আজ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই দুই মোর্চার সহযোগিতায় উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে এক মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই মেগা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিজেপি গোমতী জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায়, বিজেপি গোমতী জেলা প্রভারী রতন ঘোষ, বিজেপি রাধাকিশোরপুর মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন এই রক্তদান শিবিরে যুব মোর্চা, মহিলা মোর্চার কার্যকর্তা সহ বিজেপি দলীয় কর্মী সমর্থকরা সেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান শিবির কে কেন্দ্র করে এদিন দলীয় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এই রক্ত দান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহিলা মোর্চার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন- মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন মহিলার যে কোন কাজে এগিয়ে আসলে সাফল্য অনায়াসে আসবে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বাঁশ করুল , কুইন আনারস , রেগার সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন। আজকে রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রে মহিলা মোর্চার উপস্থিতি দেখে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন মহিলারা এগিয়ে আসলে সমাজ এগিয়ে যেতে বাধ্য।

দেশী মদ উদ্ধার মহারাজগঞ্জ বাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্ট এর পুলিশ মহারাজগঞ্জ বাজারে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ দেশি মদ উদ্ধার করেছে। অভিযান চালানোর সময় দশজন নেশাসক্তকে এবং দুজন মদ বিক্রেতাকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজারে ব্যাপক হারে দেশী মদ বিক্রি হতো বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মহারাজগঞ্জ আউটপোস্ট এর পুলিশ প্রায়ই মদ বিরোধী অভিযানের সামিল হয়। অভিযান চালাতে গিয়ে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে পুলিশ।এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে মহারাজগঞ্জ আউটপোস্ট ওসি জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।